তামাকের খবর

অক্টোবর ২০১২

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

আসন্ন সংসদ অধিবেশনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন চাই

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মুক্ত আইন চাই

খসড়া আইনে প্রস্তাবিত ধারাসমূহ অক্ষুন্ন রেখে সংশোধনী পাশ করতে হবে

প্রসঙ্গ কথা

'তামাকের খবর' গণমাধ্যমে প্রকাশিত তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সংবাদের ধারাবাহিক সংকলন। তামাক নিয়ন্ত্রণের চলমান গতি-প্রকৃতি একত্রে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস। গণমাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা যতই বাড়ছে, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমও ততই বেগবান হচ্ছে। সাধারণ পাঠকের পাশাপাশি নীতিনির্ধারণী মহলও তামাক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সোচ্চার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নির্মিত হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সোপান। ফলে, অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে গত ২৭ আগস্ট মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধনী) আইন, ২০১২' এর খসড়া। এই অর্জন আমাদের সকলের। তবে এখনও অনেক পথ বাকি। তামাক কোম্পানিগুলোর প্রচেষ্টাও থেমে নেই। তারা নিশ্চয় আইন সংশোধন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে নানা অপতৎপরতা চালিয়ে যাবে। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাদের গণমাধ্যম ওয়াচ-ডগ হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে দেশের সকল স্তরের মানুষ স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবে। গণমাধ্যমের এই ইতিবাচক ভূমিকার ব্যাপারে আমরাও অত্যন্ত আশাবাদী। তামাকপণ্যে কর, তামাক শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন এমন কিছু বিষয় ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন নিয়ে প্রকাশিত হলো এ সংখ্যার 'তামাকের খবর'। আশাকরি এবারের সংখ্যাটি আইন সংশোধনের বর্তমান প্রক্রিয়া দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করতে নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে। আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য আমাদের পরবর্তী প্রকাশনার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম: সাম্প্রতিক অগ্রাধিকার

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণের খবরাখবর ক্রমশ বাড়ছে। খবরের গুণগতমান, বিষয়বস্তু ও অগ্রাধিকার নির্বাচনেও এসেছে বিস্তর পরিবর্তন। তামাকের ভয়াবহতা রুখতে শক্তিশালী করকাঠামো ও একটি যুগপোযোগী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োজনীয়তা এখন প্রায় সবারই জানা, গণমাধ্যমের কল্যাণেই এটা সম্ভব হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদে নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে চলতি বছরের আগস্ট মাসে। আইন পাশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধাগুলো শনাক্ত করে ইতোমধ্যে গণমাধ্যমগুলো নিবিড় ও পর্যবেক্ষণমুলক সংবাদ প্রকাশ শুরু করেছে, যা কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে সংশোধিত আইনটির চূড়ান্ত অনুমোদন লাভে সহায়তা করবে।

একথা অনস্বীকার্য যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের বন্ধুর পথপরিক্রমায় যা কিছু প্রাপ্তি তার অনেকটাই অর্জিত হয়েছে গণমাধ্যমের কল্যাণে। বিশেষ করে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ একঝাঁক গণমাধ্যমকর্মীর অব্যাহত স্বেচ্ছাশ্রম সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে যেভাবে প্রতিনিয়ত গতি সঞ্চার করে চলছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আইন সংশোধনের বাধ্যবাধকতা ও বাধাসমূহ, আইনের আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সুফল প্রভৃতি বিষয়ে অজস্র প্রকাশনার মাধ্যমে গণমাধ্যমকর্মীরা নীতি-নির্ধারক ও সুশীলসমাজকে আইন সংশোধনের পক্ষাবলম্বনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তামাকবিরোধী এসব প্রকাশনা একইসাথে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাকবিরোধী মনোভাব গঠন ও তামাকবিরোধী সংগঠনগুলোকে আইন সংশোধন প্রক্রিয়ায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দিকনির্দেশনা প্রদান করছে।

(K) চলমান অগ্রাধিকার ভিত্তিক খবরাখবরের সংখ্যা (২৯ মে-৪জুন)

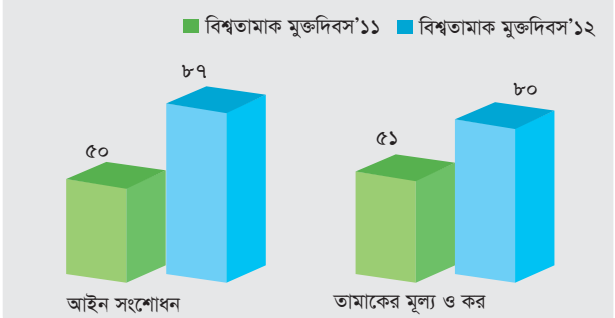

তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে তামাক পণ্যে উচ্চহারে করারোপ বিষয়ক প্রকাশনাও প্রায় সবগুলো গণমাধ্যমেই বাড়ছে। বিশেষত করারোপের ফলে রাজস্ব হ্রাসের ভ্রান্ত ধারণা খন্ডন করে তামাকের ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়গুলো নীতি-নৈতিকতার নিরিখে মূল্যায়ন করে তামাক পণ্যে উচ্চহারে করারোপে করপ্রণেতাদের প্রভাবিত করতে এ ধরনের প্রকাশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য হাতিয়ার যেমন ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস, স্মোকিং জোন, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রভৃতি বিষয়গুলোও সমান ভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে গণমাধ্যমগুলোতে।

অথচ অল্প কিছুদিন আগেও গণমাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণের খবরাখবর মানেই ইভেন্ট কভারেজ অথবা স্বাস্থ্যসচেতনতামূলক এক লাইনের কোন হেলথ টিপস প্রকাশ করা হতো। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হতো অনেকটা দায়সাড়া ভাবে .. আজ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস... এবারের প্রতিপাদ্য... ইত্যাদি। উল্লেখ্য সম্প্রতি এসব দিবসকেন্দ্রিক সংবাদের গুণগত মানেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হচ্ছে চলমান তামাক নিয়ন্ত্রণের অগ্রাধিকারভিত্তিক নিবিড় খবরাখবর। ২০১১ ও ২০১২ সালের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে দেশের প্রায় সবগুলো জাতীয় গণমাধ্যম ও ১২টি আঞ্চলিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত ১ সপ্তাহের (২৯ মে-০৪ জুন) তামাক সংক্রান্ত খবরাখবর পরীবিক্ষণ করে দেখা গেছে যে, ২০১১ সালের ১ সপ্তাহে (২৯ মে-০৪ জুন) যেখানে মোট সংবাদের সংখ্যা ছিল ৩৩৮টি, এবছর (২০১২ সাল) একইসময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭৫টি। অর্থাৎ গত বছরের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে ৭ দিনে প্রকাশিত সংবাদের তুলনায় এবছরের ৭ দিনে ১৩৭টি সংবাদ বেশি প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যার বিচারে এটি অবশ্যই গুরত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং এজন্য আমাদের গণমাধ্যম বিশাল কৃতিত্বের দাবীদার। তবে যে বিষয়টি সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক তা হলো চলমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সাথে গণমাধ্যমের একাত্মতা। বিগত দুই বছরে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসকে ঘিরে তামাকবিরোধী খবরাখবর (চিত্র: ক) কেবল ইভেন্ট কভারেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, আইন সংশোধন ও করারোপ বিষয়ে প্রচুর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং এই ধারা ক্রমবর্ধমান। গুণগত দিক থেকে পর্যালোচনা (চিত্র: খ) করলেও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, গত দুই বছরেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রির্পোট, আর্টিক্যাল/ফিচার ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে এবং যার পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে। ২০১১ সালের তুলনায় এবছরে (২০১২) কেবল ইভেন্ট নিউজ-এর সংখ্যাই কমেছে (চিত্র: খ), যা গুণগত পরিবর্তনেরই নমুনা।

(L) ধরণ (গুণগত) অনুযায়ী খবরাখবরের সংখ্যা (২৯ মে-০৪ জুন)

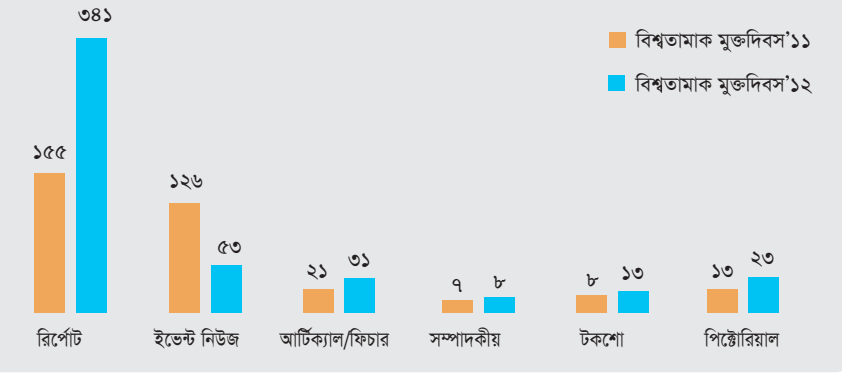

সম্প্রতি গণমাধ্যমগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ দিক যেমন, বিদ্যমান আইনের ফাঁক-ফোকর তুলে ধরে আইন সংশোধন চূড়ান্ত করা, তামাকপণ্যে উচ্চহারে শুল্কারোপ, তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করা , তামাকের স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক ক্ষতি প্রভৃতি বিষয়ে নিবিড় ও অনুসন্ধানমুলক সংবাদ প্রকাশ করছে, যা নিঃসন্দেহে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজকে ত্বরান্বিত করবে।

সোনালী সংবাদ
২৮ আগষ্ট ২০১২

কঠোর তামাক বিরোধী আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

এফএনএস। সরকার জনসমাগম স্থলে ধূমপান নিরুৎসাহিত ও বাধাগ্রস্থ করতে এবং তামাকজাত পণ্য বিক্রি ও এর বিজ্ঞাপণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশে কঠোর তামাক বিরোধী আইন প্রয়োগ করতে যাচ্ছে। ধূমপান ও সকল প্রকার তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যমান আইনী কাঠামো আরো কঠোর করার লক্ষ্যে গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে এ সংক্রান্ত একটি খসড়া আইন নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং কালে কেবিনেট সচিব মো. মোশাররফ হোসেন ভূইয়া বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধনী) আইন ২০১২এ জনসমাগম স্থলে ধূমপানের জন্য ব্যক্তির একশ' টাকা এবং উন্মুক্ত স্থানে ধূমপান প্রতিরোধে ব্যর্থতার জন্য ওই এলাকার ম্যানেজারকে ৫শ' টাকা জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান আইনে জনসমাগম স্থলে ধূমপানের জন্য ব্যক্তিপর্যায়ে ৫০ টাকা জরিমানার বিধান থাকলেও কোনো এলাকায় ধূমপান অথবা তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার প্রতিরোধে বা নিয়ন্ত্রণে জনসমাগম স্থলের ম্যানেজারদের কোনো আইনী বাধ্যবাধ্যকতা নেই। নতুন আইনে তামাক, জনসমাগমস্থল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইত্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

কেবিনেট সচিব বলেন, তামাক ও তামাকজাত পণ্যের প্রসারে যে কোনো বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা এক লাখ টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। সচিব বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক অর্জন রয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে সরকার ২০০৫ সালে প্রণীত আইন সংশোধন করে একটি কঠোর তামাক বিরোধী আইন পাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন আইনে তামাক বিরোধী আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্বশীল কর্মকর্তা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার (ইউএইচও) পদমর্যাদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার (ইউএইচএফডব্লিউও) উপরে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তাছাড়া নতুন আইনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। এদিকে যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে পারবেন।

মোশাররফ হোসেন বলেন, নতুন আইন অনুযায়ী মূল, শাখা অথবা তামাক গাছের যে কোনো অংশ এবং 'গুল' এবং 'খৈইনী' ও 'সাদাপাতা' তামাক তামাকজাত পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। নতুন আইনে পাবলিক প্লেস বলতে বুঝাবে সাধারণ মানুষের সমাগম অথবা ব্যবহৃত স্থান সেটা সরকারি অথবা বেসরকারি মালিকানাধীন স্থান হতে পারে। এসব স্থানের মধ্যে থাকবে শি ক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাঠাগার, হাসপাতাল, ক্লিনিক, বেসরকারি সংস্থার কার্যালয়, আদালত ভবন, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর, যানবাহন, রেলভবন, বাস টার্মিনাল, এক্সিবিশন সেন্টার, মার্কেট, থিয়েটার হল, শপিং মল, রেস্তোরাঁ, পাবলিক টয়লেট, জনসভা, যাত্রী ছাউনি, বাস স্টপেজ, মেলা প্রাঙ্গন অথবা সরকার ও স্থানীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত পাবলিক প্লেস। কেবিনেট সচিব বলেন, নতুন আইনে বিভিন্ন স্থানে ধূমপানের নির্ধারিত স্থানের প্রস্তাবও করা হয়েছে।

বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া

ওদিকে, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী প্রস্তাব অবশেষে নীতিগত ভাবে মন্ত্রীসভা অনুমোদন দেয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সংশোধিত আইনটি আইন মন্ত্রণালয়ে যাবার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা রইল না। সেখানে ভেটিং শেষে পুনরায় মন্ত্রিসভায় আসবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে উত্থাপনের মাধ্যমে আইনটি পাশ হবে। এর আগে গত ১৯ ডিসেম্বর নীতিগত অনুমোদনের জন্য এই আইনের খসড়া মন্ত্রী সভায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে আগের দিন অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর পক্ষ থেকে আপত্তি জানিয়ে চিঠি দেওয়ায় আইনটি মন্ত্রী সভায় উপস্থাপন না করে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। অবশেষে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী প্রস্তাবটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করল মন্ত্রিসভা। প্রতিক্রিয়ায় আরো বলা হয়, সংশোধিত এই আইনে ধোঁয়াবীহিন তামাক যেমন জর্দা, গুল, সাদা পাতা ইত্যাদিকে তামাক পণ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ধূমপান মুক্ত পরিবেশের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী থাকবে এবং জরিমানার পরিমাণও বেড়েছে সংশোধিত আইনে। তবে তামাক কোম্পানীর চাপের কারণে প্রস্তাব অনুসারে জরিমানার পরিমাণ সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। এর পাশাপাশি তামাক চাষে ভর্তুকী দেওয়া যাবে না সেই বিধানও রাখা হয়নি।

এ ব্যাপারে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর এ্যাডভোকেসী এন্ড মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর ও সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কমিটির সদস্য তাইফুর রহমান তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এটি একটি সুখবর যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধিত প্রস্তাবটি নীতিগতভাবে অনুমোদন লাভ করেছে। আর এটির জন্য আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছি। এখন এটির অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়ন লাভ করুক এটাই আমাদের দাবী। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন আমাদের দাবীগুলো বহাল রেখে দ্রুত এই আইনটি পাশ হবে। জাতীয় সংসদের শরৎকালীন অধিবেশনে এই আইনটি পাশ হবে এটি আমাদের দাবী। তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠন এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্টএসিডি 'র প্রকল্প কর্মকর্তা এহসানুল আমিন ইমন বলেন, এই নীতিগত অনুমোদনের ফলে দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান হল। আমরা আশা করব সকল প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয়ে আইনটি সংসদে পাশ হবে আর এর ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে গণস্বাস্থ্য ও পরিবেশ।

১৩ আগষ্ট ২০১২

তামাক কোম্পানির চাপে আবারো শিথিল আইন!

৯৮ ভাগ মানুষই আইনের সংশোধন চায়

gvb gvngy তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর চাপের মুখে বেশ খানিকটা 'পরিমার্জন' করেই মন্ত্রিসভায় উঠতে যাচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী আইনের খসড়া। মঙ্গলবার অনুষ্ঠেয় মন্ত্রিসভা বৈঠকে আইনটি নীতিগত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। এতে তামাকবিরোধীদের দাবি অনেকটাই উপেক্ষিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, তামাক নিয়ন্ত্রণে ২০০৫ সালে পাস হওয়া বিদ্যমান আইনটি সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে এর আগের দিন ১৮ ডিসেম্বর ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির (বিএটি) পক্ষ থেকে আপত্তি জানিয়ে একটি চিঠি দেয়ায় আইনটি সভায় উপস্থাপন না করেই ফেরত পাঠানো হয়। এরপর একের পর এক চলতে থাকে তদবির। একাধিক সংসদ সদস্যও এ বিষয়ে সরাসরি তৎপর হন। অভিযোগ ওঠে অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও। তবে শেষ পর্যন্ত আইনটি সীমিত সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া হিসেবে নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উঠছে। আগের প্রস্তাবে আইন অমান্যকারী প্রতিষ্ঠানকে ১০ লাখ টাকা জরিমানার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এবারের প্রস্তাবে তা করা হচ্ছে ৫ লাখ টাকা। আর প্রকাশ্যে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকার ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তা কমিয়ে করা হচ্ছে ৩০০ টাকা। এছাড়া অফিসগুলোতে স্মোকিং জোনের প্রস্তাবও থাকছে এবারের খসড়ায়। তামাকের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা এ বিষয়টির ঘোরবিরোধী। তাদের মতে, এটি করা হলে অধূমপায়ীদের অধিকার ক্ষুন্ন হবে।

যোগাযোগ করা হলে এ প্রসঙ্গে 'প্রগতির জন্য জ্ঞানে'র (প্রজ্ঞা) চেয়ারম্যান সাঈদ বদরুল করিম ভোরের কাগজকে বলেন, যতদূর শুনেছি এবারের খসড়ায়ও আমাদের দাবি অনেকটাই উপেক্ষিত। জরিমানার বিষয়টি যেমনই হোক না কেন, অফিসগুলোতে যদি স্মোকিং জোনের ব্যবস্থা করা হয় তবে তা হবে অনেকটা আত্মঘাতী। কারণ এর ফলে পরোক্ষ ধূমপায়ীর সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে আরো বাড়বে। অধিকারবঞ্চিত হবে অধূমপায়ীরা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের আগ্রহের কোনো কমতি না থাকলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আইনের বিষয়টি আটকে যাচ্ছে। 'রাজস্ব হারানো'র অমূলক ভয়ে বিড়ি ও সিগারেট কোম্পানির অপতৎপরতার মুখে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের সংশাধনী প্রস্তাবটি বারবার আটকে যাচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার ও এর ক্ষতিকর প্রভাবসহ তামাক নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ সম্পর্কে সম্প্রতি দেশব্যাপী পরিচালিত জনমত জরিপে দেখা গেছে, ৯৮ শতাংশ মানুষই তামাক নিয়ন্ত্রণের বর্তমান আইনটিকে আরো শক্তিশালী করে সংশোধনের পক্ষে মত দিয়েছেন। আইন সংশোধনের পক্ষে জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছেন অংশগ্রহণকারীদের ৭৩ শতাংশ এবং মোটামুটি সমর্থন জানিয়েছেন ২৫ শতাংশ।

আর আইন সংশোধনের বিরোধিতা করেছেন মাত্র ২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী। কোয়ার্ক গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিস নামের একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ওই জনমত জরিপ পরিচালনা করে। এতে দেশের সবগুলো অঞ্চল থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত ৮০০ নারী-পুরুষের মতামত নেয়া হয়। জরিপে দেখা যায়, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে চারজন (৮১ শতাংশ) বাংলাদেশী মনে করেন, তামাকের ব্যবহার, বিশেষ করে শিশু ও তরুণদের মধ্যে, বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৪ শতাংশ) মনে করেন, পরোক্ষ ধূমপান অধূমপায়ীদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ মনে করেন, পরোক্ষ ধূমপান থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। এছাড়া শতকরা ৬৯ ভাগ মনে করছেন, তরুণ ও যুবকদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রসার রোধে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। জানা গেছে, বর্তমান সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়াটি তৈরির ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল লিগ্যাল কনসোর্টিয়াম (আইএলসি) এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্সের (টিএফকে) লিগ্যাল সহায়তা নেয়া হয়। এর আগে মন্ত্রিসভায় নীতিগত

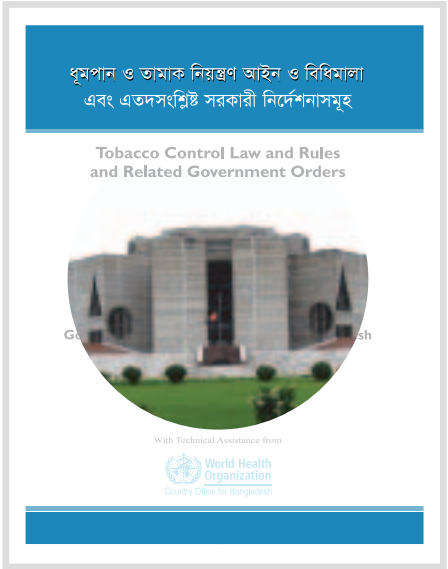

অনুমোদনের জন্য আইনের খসড়া উপস্থাপন করা হলে তা 'অজ্ঞাত' কারণে আটকে যায়। মন্ত্রিসভার যে বৈঠকটিকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া উঠেছিল তাতে সব মিলিয়ে ১১টি এজেন্ডা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে একমাত্র তামাক আইনের এজেন্ডা ছাড়া সবগুলো আলোচনা হয়। তবে আইন সংশোধনের ফলে রাজস্বের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে কি-না তা খতিয়ে দেখতে ওই সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) নির্দেশ দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি কৌশলে আটকে দেয়ার পর দেশের বিভিন্ন মহল থেকে এটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) হিসেবে, বাংলাদেশে ৪ কোটি ১৩ লাখ মানুষ ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করে। এতে বছরে ৫৭ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হচ্ছে এবং ৩ লাখ ৮২ হাজার অক্ষম হচ্ছে। ধূমপান না করেও পরোক্ষ বা প্যাসিভ ধূমপানের শিকার হচ্ছে ১ কোটি নারী। অথচ এ বিষয়ে এখনো তেমন কোনো কার্যকর আইন নেই।

BANGLA VISION
দৃষ্টি জুড়ে দেশ

৩০ জুলাই ২০১২

তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বিশেষত দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষায় অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী পাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর প্রেসিডেন্ট ম্যাথিউ মায়ার্স। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আশা করছেন শীঘ্রই ঐ আইনটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হবে। রুহুল আমিন রুশদ এর রিপোর্ট।

বিশ্বব্যাপী তামাকবিরোধী আন্দোলনে সহায়তাদানকারী অন্যতম প্রধান একটি প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর প্রেসিডেন্ট ম্যাথিউ এল. মায়ার্স রোববার (২৯ জুলাই) সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন। বাংলাভিশনকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাতকারে বিশেষত দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষায় কঠোর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশের সুপারিশ করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের জন্য বড় একটি সমস্যার নাম হলো তামাক, এর ফলে প্রতিবছর ৫৭০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। যদিও কার্যকর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে এই সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব।

> “তামাকজনিত রোগে ভুক্তভোগীদের কথা আমাদের সকলকে শুনতে হবে, এইসব মানুষের ভোগান্তির কথা আমাদের গণমাধ্যমে তুলে ধরতে হবে, তামাক ব্যবহারের ফলে মানুষের অকাল মৃত্যু হয় তাও জানাতে হবে, কারণ যারা ভুক্তভোগী এবং মৃত্যুবরণ করছে তারা আমাদের মা-বাবা-ভাই-বোন।”

বিশ্বের সবচেয়ে বেশী তামাক ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাই, তামাকের ব্যবহার কমাতে আইন প্রণয়নের পাশাপাশি আর কি করা যেতে পারে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তামাকজনিত রোগে ভুক্তভোগীদের কথা আমাদের সকলকে শুনতে হবে, এইসব মানুষের ভোগান্তির কথা আমাদের গণমাধ্যমে তুলে ধরতে হবে, তামাক ব্যবহারের ফলে মানুষের অকাল মৃত্যু হয় তাও জানাতে হবে, কারণ যারা ভুক্তভোগী এবং মৃত্যুবরণ করছে তারা আমাদের মা-বাবা-ভাই-বোন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ফাঁক-ফোকর উল্লেখ করে ম্যাথিউ মায়ার্স আশা করেন প্রস্তাবিত সংশোধনীর খসড়াটি মন্ত্রিসভায় শীঘ্রই অনুমোদিত হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশাকরি সংশোধনী আইনের খসড়াটি দ্রুত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে কেবিনেটে যাবে এবং কেবিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে এটা আইনে পরিণত হবে।”

FE The Financial Express

30 July 2012

Law minister promises tougher tobacco law

> "I'll see how we can make it strong and updated so that none can exploit its loopholes," Shafique Ahmed said at a discussion meeting where tobacco victims also spoke.

The Law Minister Sunday assured anti-tobacco campaigners of plugging the loopholes in the Tobacco Control Law to make it 'strong' for public health's sake, reports bdnews24.com.

"I'll see how we can make it strong and updated so that none can exploit its loopholes," Shafique Ahmed said at a discussion meeting where tobacco victims also spoke.

The Ministry of Health and Family Welfare started amending the 2005 Tobacco Control Law over two and a half years ago to give it more teeth to deter people from the habit.

A study had showed more than 43 per cent Bangladeshis aged 15 and above consume tobacco in some form. Estimates suggest 57,000 people die of tobacco related illness while nearly 300,000 suffer disabilities in Bangladesh.

But it was reported earlier that the Ministry of Finance recalled the draft when the Health Ministry was about to place it in the Cabinet meeting on Dec 19, 2011.

Health Minister AFM Ruhal Haque acknowledged the fact on May 17 at a function and said the law would be passed after the June budget session.

The Law Minister, however, said he could not understand why it was taking time to pass the draft.

He said after the Cabinet meeting, the law would come back to his ministry and then he would take care of strengthening it. "I assure you about it."

Speaking at the discussion, Consumers' Association of Bangladesh's President Quazi Faruk said they were fighting a tough battle against tobacco advocates in Bangladesh.

"It becomes very tough as we are not getting government support."

President of the US-based Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) Matthew Myers, who is in Dhaka on a two-day visit, said tobacco killed thousands of lives but "we all know how to prevent (them)."

fm 89.2 abc radio dhaka

৩০ জুন ২০১২

একদিকে স্বল্প মজুরি অন্যদিকে স্বাস্থ্যের ক্ষতিএ দুই কার ণে বিড়ি কারখানায় আর কাজ করতে চান না শ্রমিকরা। তারা বলছেন, বিকল্প কাজের সুযোগ পেলে তারা বিড়ি তৈরির কাজ ছেড়ে দেবেন। কিন্তু বিড়ি শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কাজের সুযোগ খুবই কম। তাছাড়া বিড়ি কারখানায় দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে জীবনীশক্তি কমে যায়। ফলে বিড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে তারা কোনো ভারি কাজও করতে পারেন না। আমীন আল রশীদের প্রতিবেদন।

"বিড়ি বা জর্দার ফ্যাক্টরিতে কাজ করলে ঠান্ডা লাগে, বুক জাম হয়, কাশ হয়, খুব কষ্ট লাগে", "আমার পরিবার জর্দার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, তার কাছে জানছি এই জর্দার মধ্যে চুন মেশায়, আর এই চুন আমরা পানে খাই", এভাবেই জামালপুরের কয়েকজন বিড়ি শ্রমিক নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলছিলেন এর ক্ষতিকর দিকগুলো কী? কিন্তু তারপরও কেন বিড়ি কারখানায় কাজ করেন? এমন প্রশ্নে তাদের সোজাসাপ্টা জবাব, "অন্য কাজের সুযোগ নেই"। দেশের অন্য এলাকার বিড়ি শ্রমিকদেরও একই জবাব। যেমনটা বলছিলেন কয়েকজন শ্রমিক, "ভাল কাজ পাব কোথায়, না পাওয়ার কারণেই পেটের দায়ে এ কাজ করতেছি। মাঠের কাজ ছাড়া, কাজ নাই আমাদের। মাঠের কাজ করাইবে কি ভাই? ঐ যার যার কাজ সে সে করে। না হয় দুইএকটা লোক তারা নিল, কিন্তু, সবাইকে তো কাজ দেওয়া যায় না। কে দেবে সবাইকে কাজ। সংসার চলার মত কাজ হইলে যত অভিজ্ঞতা হউক না কেন এ কাজ ছেড়ে দিতাম।"

রংপুরের হারাগাছ উপজেলায় দেশের সবচেয়ে বেশি বিড়ি কারখানা। কথা হয় এখানের বেশ কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে। জানালেন তাদের সহকর্মীদের অনেকেই বিকল্প কাজের খোঁজে ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় চলে গেছেন। এ প্রসঙ্গে একজন বিড়ি শ্রমিক বলেন, "আগে খুব কাজ করছিলাম। প্রায় সপ্তাহে ৪ থেকে ৫ দিন করছিলাম, এখন সিগারেটের চাহিদা বাড়িয়া, বিড়ির এ কাম খুব কম হয়ে গেছে। এখন তো একটাকা দামের সিগারেটও পাওয়া যায়। এখনও সবাই ঢাকায় দৌড়াচ্ছে। এলাকার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ লোক চইলা গেছে। একাজ করে তো আমাদেরও পোষাচ্ছে না। আমরাও চিন্তাভাবনা করছি ঢাকাত চলে যাব। কারণ এখানে আমাদের পরিস্থিতি ভয়াবহ।" যারা ঢাকায় গেছে তারা ওখানে কি কাজ করে এমন প্রশ্নের জবাবে স্থানীয় একজন জানান, "ঢাকায় যায়া ওখানে গার্মেন্টস করে, সাইটের কাজ করে।" ঝালকাঠীর কয়েকজন বিড়ি শ্রমিক জানালেন, যাদের শারীরিক সক্ষমতা আছে, তারা অন্য কাজে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু বিড়ি কারখানায় দীর্ঘদিন কাজ করলে শারীরিক সক্ষমতা কমে যায়। ফলে তখন আর ভারি কাজ করা সম্ভব হয় না। এ প্রসঙ্গে একজন বিড়ি শ্রমিক বলছিলেন, "যার শক্তি আছে হেরা দৌড়াইয়া যাইতে পারে, এদিকের কাজটাও চলে আবার অন্য কাজও করে। আর আমরা যারা বিড়ির কাম করছি তারা মনে করেন বাইরের একটা লেবারি কাজ নেবো, তাও কেও নেবে না। আমাদের এইর মধ্যেই মইরা পইড়া থাকন লাগবো।"

তামাকবিরোধী আর্ন্তজাতিক সংগঠন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর এ্যাডভোকেসি এন্ড মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান মনে করেন সাম্প্রতিক গবেষণায় সারা দেশে বিড়ি শ্রমিকদের যে সংখ্যা পাওয়া গেছে, তাতে করে এই স্বল্প সংখ্যক মানুষের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা সরকারের জন্য বড় কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিড়িতে যে অল্প সংখ্যক শ্রমিক আছে এখন তো তা জানা যাচ্ছে, ৬৫ হাজার শ্রমিক আছেন বিড়িতে, তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান করা সরকারের জন্য নিশ্চয়ই কঠিন কাজ নয়। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে অনেক ধরনের আয়মূলক কর্মসৃজনের চেষ্টা চলছে যেমন, ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য মাধ্যমে, সেইগুলোতে এই শ্রমিকদেরকে যদি একটু বাড়তি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, তাহলে ৬৫ হাজার শ্রমিককে খুব সহজেই বিকল্প কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা সম্ভব।"

তবে বিড়ি কারখানার মালিকরা বিড়ি উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে অন্য কোনো পণ্য উৎপাদন শুরু করেছেন, এরকম উদাহরণ এখনও তৈরি হয়নি। তবে কোথাও কোথাও দেখা গেছে, বিড়ি কারখানার পাশাপাশি কেউ কেউ অন্য কোনো খাদ্যপণ্য উৎপাদন শুরু করেছেন। এ বিষয়ে রংপুরের হারাগাছ উপজেলার গফুর বিড়ি কারখানার অন্যতম মালিক নাজির হোসেন বলছেন, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা সরকারের দায়িত্ব। তিনি বলছিলেন, "আমি তো অন্য ইন্ডাস্ট্রি দিতে চাই কিন্তু সেই ক্যাপিটালতো আমার নাই। যাদের বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে তারা যদি এই লোকগুলোকে অন্যভাবে প্রোভাইড করতে পারতো, তাইলে তো একটা কথা থাকতো। আপনি দেখেন, একটা সিগারেট ইন্ডাস্ট্রিতে কয়টা লোক খাটে আর একটা বিড়ি শিল্পে কতগুলো লোক খাটে। অনেক ফার ডিফার। ওখানে মেশিনের তৈরি, ওখানে ঘন্টায় প্রোডাকশন হচ্ছে। আর এখানে মানুষ হাতে তৈরি করতেছে।"

দেশের বিভিন্ন এলাকার বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে, তারা সবাই বিকল্প কাজের সুযোগ পেলে বিড়ি কারখানার কাজ ছেড়ে দিতে চান। তাই বিড়ির চাহিদা যেহেতু সারা দেশেই কমে যাচ্ছে, সেদিক বিবেচনা করে বিড়ি কারখানার মালিকরাই যদি অন্য কোনো কারখানা চালু করতে পারেন, সেটি হয় সবচেয়ে সহজ সমাধান। এক্ষেত্রে বিড়ি কারখানার মালিকদের প্রয়োজনে সরকারি সহায়তাও দিতে হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

BANGLA NEWS 24.com
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

২৭ জুন ২০১২

তামাক কোম্পানির পক্ষে অর্থমন্ত্রী!

বিড়ি, সিগারেট, জর্দা ও গুলসহ সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের ওপর করারোপের জোর দাবি থাকলেও ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে নামমাত্র করারোপ করা হয়েছে। আর বিড়ির ওপর কর আরোপের বিষয়ে একেবারেই নীরব থেকেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত।

এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তামাক বিরোধী মিডিয়া জোট (আত্মা) মন্তব্য করেছে, অর্থমন্ত্রী স্পষ্টতই তামাক কোম্পানিগুলোর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এছাড়া অর্থমন্ত্রীর 'তামাক প্রীতিতে' বিস্ময় প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

বুধবার দুপুরে রাজধানীর রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আত্মা ও প্রজ্ঞা নামের দু'টি সংগঠন আয়োজিত বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, আত্মার আহ্বায়ক ও বাংলাভিশনের জ্যেষ্ঠ বার্তা সম্পাদক রুহুল আমিন রুশদ।

তিনি বলেন, বাজেটের পূর্বে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো থেকে সব ধরনের তামাক পণ্যের ওপর উচ্চহারে করারোপের দাবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু জনস্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাজেটে তামাক পণ্যের করারোপের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছে।

> "সিগারেটের ওপর সম্পূরক শুল্ক মূল্যস্তরভেদে মাত্র ১ থেকে ৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আর এক্ষেত্রে সিগারেটের বর্তমান মূল্যস্তর ১০ শতাংশ করে বাড়িয়ে সিগারেট কোম্পানিগুলোকে শত শত কোটি টাকা বাড়তি মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।"

প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "সিগারেটের ওপর সম্পূরক শুল্ক মূল্যস্তরভেদে মাত্র ১ থেকে ৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আর এক্ষেত্রে সিগারেটের বর্তমান মূল্যস্তর ১০ শতাংশ করে বাড়িয়ে সিগারেট কোম্পানিগুলোকে শত শত কোটি টাকা বাড়তি মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।"

তিনি জানান, এসব পদক্ষেপের ফলে সিগারেটের দাম কার্যকরভাবে খুব বেশি বাড়বে না বলেই তামাকের ব্যবহার কমার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং তামাক কোম্পানিগুলোকে খুশি করতে তাদের দাবি অনুসারে মূল্যস্তর বাড়ানো হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রজ্ঞার চেয়ারম্যান সাইদ বদরুল করিম, আত্মার সহ-আহবায়ক ও দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র সহ-সম্পাদক মো: নাদিম, দৈনিক ডেসটিনি'র ডেপুটি এডিটর অনু হোসেন, দৈনিক যুগান্তরের সিনিয়র সহ-সম্পাদক সূচী সৈয়দ। বক্তারা বলেন, তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো, অর্থনীতিবিদ ও সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে বাজেটে সব ধরনের তামাকের ওপর সম্পূরক শুল্ক ৭০ শতাংশে নির্ধারণ করা এবং সিগারেটের ক্ষেত্রে প্রচলিত মূল্যস্তর প্রথা বাতিলের দাবি জানানো হয়েছিল।

তারা বলেন, এ দাবির পক্ষে ৬০ জনের অধিক সংসদ সদস্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অর্থমন্ত্রীর কাছে লিখিত অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সব দাবি উপেক্ষা করে অর্থমন্ত্রীর 'তামাকপ্রীতি'ই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পেল। উপেক্ষিত হলো বছরে ৫৭ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্যে দায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণের দাবি।

তামাক উৎপাদনকারী একটি বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানির পাঠানো একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করছেন বলেও অভিযোগ করেন বক্তারা।

তামাক পণ্যের ওপর উপস্থাপিত কর প্রস্তাবগুলো পুনর্বিবেচনা করে বিড়ি, সিগারেট জর্দা ও গুলসহ সব ধরনের তামাকপণ্যের ওপর কমপক্ষে ৭০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ধার্য করার দাবি জানিয়েছে আত্মা ও প্রজ্ঞা।

bdnews24.com
Bangladesh's First Online Newspaper
৯ জুন ২০১২

সব রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত

সব রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছে তারা।

জাতীয় প্রেসকাবে এক অনুষ্ঠানে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি কমর উদ্দিন আহমেদ খোকন বলেন, "আজ (শনিবার) থেকে আমাদের সব রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করছি।" দেশের প্রায় ৫৫ হাজার রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত করার এই ঘোষণা কার্যকর নিশ্চিত করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তামাকবিরোধী আন্দোলনের কর্মীরা রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির এ ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে জনসমাগমস্থলে ধূমপান নিষিদ্ধের আইনের মতো এই ঘোষণার বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দেহ রয়েছে অনেকের। 'পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য জরিমানার বিধান করে আইন হওয়ার পরপরই তা প্রয়োগে তৎপরতা দেখা গেলেও ধীরে ধীরে তাতে ভাটা পড়েছে।'

প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী ফারুক খান রেস্তোরাঁ মালিকদের এই ঘোষণা স্বাগত জানিয়ে শিগগিরই এই সংক্রান্ত একটি সরকারি আদেশ জারির আশ্বাস দিয়েছেন। "আগামী মাসের মধ্যে রেস্তোরাঁগুলোকে জনসমাগমস্থল ঘোষণা করে একটি অধ্যাদেশ জারি হবে, আমি এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি," বলেন তিনি।

ঘোষণা বাস্তবায়নের বিষয়ে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব এম রেজাউল করিম সরকার রবিন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, তারা একটি পরিকল্পনা ইতোমধ্যে করেছেন এবং তা ধরে এগোবেন তারা। "আমরা রেস্তোরাঁগুলোতে ধূমপানমুক্ত একটি সঙ্কেত লাগাব এবং ধূমপানমুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে রেস্তোরাঁ ম্যানেজারদের নির্দেশনা দেব," বলেন তিনি।

এছাড়া নিজ উদ্যোগে বিষয়টি তদারকির জন্য সব মালিকদের নিজ নিজ রেঁস্তোরায় যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে বলেও জানান মহাসচিব।

> "আগামী মাসের মধ্যে রেস্তোরাঁগুলোকে জনসমাগমস্থল ঘোষণা করে একটি অধ্যাদেশ জারি হবে, আমি এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি"

bdnews24.com
Bangladesh's First Online Newspaper

8 June 2012

Budget draws anti-tobacco backlash

Nurul Islam Hasib The budget for 2012-13 fiscal has sparked an intense backlash from anti-tobacco activists who say it brings 'cheers' to the tobacco industry instead of protecting public health. Much to their chagrin, Finance Minister A M A Muhith 'ignored' every quarter's request on tobacco taxation in his proposed outlay and surprisingly did not utter a single word on locally made hand-rolled, cheaper bidis and smokeless tobacco.

Even more than 60 Members of Parliament (MPs) wrote to the National Board of Revenue (NBR) for the first time this year before the beginning of budget session with a call to slap increased taxes on tobacco products particularly on bidis that kill 'poor and unsuspecting' people. The Minister in his budget speech on Thursday said: "Considering the harmful effects of smoking, we are committed to reduce the use of tobacco every year."

But he proposed only 3 percent more supplementary duty on the cheapest brand of cigarettes and 1 percent on the other three slabs. Economists as well as anti-tobacco activists had demanded lifting price slabs and slapping 70 percent taxes on all tobacco products. The supplementary duties will now be 39, 56, 59 and 61 percent from existing 36, 55, 58 and 60 percent. Without abolishing price slabs of cigarettes, the Finance Minister proposed 10 percent price hike in all four slabs that economists earlier argued only benefited tobacco manufacturers. "Once again the strong demands for protecting public health have been ignored (in the proposed budget)," said Taifur Rahman, an expert on tobacco economics. He said the Finance Minister's silence on bidi taxation has 'surprised' them as economists, doctors, and MPs this year joined anti-tobacco activists to make the Finance Minister understand the danger backed with evidence. "Increasing price slabs by 10 percent would give industries opportunities to earn millions of taka in additional profits." "It will raise prices of cigarettes, but the amount will be so tiny that it'll not deter smokers," he said, "industries have now got what they wanted." Rahman said no additional tax has been proposed for the smokeless tobacco, the consumption of which is increasing by the day. With 20 percent supplementary duty, bidis currently enjoy lowest tax rates. Health Minister AFM Ruhal Haque in a press conference earlier said they requested the NBR to increase the supplementary duty on bidi to 30 percent. A doctors' platform United Forum Against Tobacco presented the victims of cheaper tobacco products who are mostly poor to media before budget session began.

Economists in a study showed if government levied 70 percent

taxes on bidis and cigarettes, it would have encouraged nearly 11 million smokers to quit, and keep 10.5 million youths away from taking up the habit.

The study also showed the government's earnings from the tobacco taxation would have been Tk 22.2 billion more in the first year. On the other hand, thousands of lives would have been saved in Bangladesh where more than 150 people are estimated to be dying every day due to tobacco-related illness. "But all these demands and appeals for protecting public health have been overridden by the Finance Minister's sympathy for the tobacco industry," Rahman, also the coordinator of Campaign for Tobacco Free Kids in Bangladesh, said. He believed the need for cutting tobacco use that kills 57,000 people in Bangladesh each year has been 'ignored' once again by the Ministry of Finance, which has earlier been seen as a 'stumbling block' to reducing tobacco harms in Bangladesh.

Health minister Ruhal Haque earlier said the draft of the amended 2005 Tobacco Control Act has been stuck with the Ministry of Finance. Even before that, bdnews24.com found a letter from tobacco giant British American Tobacco to the Finance Minister stopped the process to frame a tougher anti-tobacco law. Study showed with 43.3 percent adults smoking or chewing tobacco, the medical cost of the habit is twice the revenue the government earns from the tobacco industry.

The Health Minister said they had also demanded 2 percent 'health tax' on tobacco products as the use of tobacco has burdened the health system with over 350,000 people sufferings from tobacco-related diseases.

আমার দেশ

৪ জুন ২০১২

তামাক কোম্পানির লোভনীয় অফার নিরীহ কৃষকের সর্বনাশ

এমরানা আহমেদ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার খলিসাকুণ্ডি গ্রামের বড় তামাক চাষী খাইরুল ইসলাম। পাঁচ একর জমিতে তামাক চাষে ব্যয় করেছেন ৬০ হাজার টাকা। ভালো উৎপাদন হলে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা আয় হবে। তামাক চাষে পরিবারের সদস্যদের নিয়োজিত করেছেন তিনি। তামাক মৌসুমে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না। কুষ্টিয়া সদরের জগতি ইউনিয়নের বাসিন্দা আবদুস সামাদ। সবজি চাষ ছেড়ে শুরু করেছেন তামাক চাষ। তামাক কোম্পানি প্রতি একর জমিতে ঋণ দিয়েছে ২০ হাজার টাকা করে। ওই টাকা দিয়ে তিনি এখন তামাক চাষে ঝুঁকে পড়েছেন। খায়রুল ইসলাম ও আবদুস সামাদের মতো অনেক কৃষক খাদ্যশস্য উৎপাদন বাদ দিয়ে তামাক চাষ করছেন। তামাক কোম্পানির নানামুখী কৌশলে তামাক চাষে বাধ্য হচ্ছেন কৃষক। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ বছর কুষ্টিয়ার অনেক কৃষক তামাক চাষ করে ঘরছাড়া হয়েছেন। টোব্যাকো কোম্পানিগুলো কৃষকদের তামাক চাষ করতে প্রথমে বেশি দাম দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে। পরে ধীরে ধীরে জমিতে ফলন কমে আসে ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ওই সময় টোব্যাকো কোম্পানিগুলো দাম কমিয়ে দেয়। এভাবে অনেক কৃষক তামাক চাষ করে ঘরছাড়া হয়েছেন। সরেজমিন কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, অনেক কৃষক ফসলি জমিতে তামাক চাষ করছেন। কয়েক বছর আগেও ওইসব জমিতে বিভিন্ন সবজি ফলানো হতো। এখন সেখানে তামাক চাষ করছে। ওই এলাকার চাষী আবদুল হামিদ বলেন, সবজি উৎপাদনের পর বাজারে দাম পাওয়া যায় না। বিক্রির পর চালান ওঠে না। এ কারণে তামাক চাষ বেছে নিতে হয়েছে। প্রতি একর জমিতে টোব্যাকো কোম্পানি ২০ হাজার টাকা করে ঋণ দিয়েছে। পাশাপাশি বীজ ও সার দিয়েছে। ওই কৃষকের কাছ থেকে ১৩৫ টাকা দরে তামাক কেনা হবে বলে তিনি জানান। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কুষ্টিয়া অঞ্চলে ধান চাষ কমেছে। আগে চালের সঙ্কট না থাকলেও সম্প্রতি এ সমস্যা দেখা দেয়ার পেছনে তামাক চাষকে দায়ী করা হচ্ছে। ধানের জমি তামাকে চলে যাওয়ায় সেখানে ধান উৎপাদন কম হচ্ছে।

> টোব্যাকো কোম্পানিগুলো কৃষকদের তামাক চাষ করতে প্রথমে বেশি দাম দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে। পরে ধীরে ধীরে জমিতে ফলন কমে আসে ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ওই সময় টোব্যাকো কোম্পানিগুলো দাম কমিয়ে দেয়। এভাবে অনেক কৃষক তামাক চাষ করে ঘরছাড়া হয়েছেন।

তামাক এবং স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা কুষ্টিয়ার একটি এনজিও নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণের নির্বাহী পরিচালক সালমা সুলতানা আমার দেশকে বলেন, টোব্যাকো কোম্পানিগুলো সহজে তামাক চাষীদের ঋণ প্রদান, তামাক উৎপাদনের পর বাজারজাতের ব্যবস্থা থাকা, ফসল উৎপাদনে পরামর্শ, ব্যাংক ঋণ পেতে ভোগান্তি, সার-বীজ স্বল্পতা, ফসলের চেয়ে তামাক চাষে বেশি লাভ থাকা, টোব্যাকো কোম্পানিগুলোর লোভনীয় অফার দেয়া, খাদ্যশস্য উৎপাদনের পর ন্যায্যমূল্য না পাওয়া, এখানকার চাষীদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করাসহ বিভিন্ন কারণে চাষী পর্যায়ে তামাক চাষ বাড়ছে। অনেকে অন্য ফসল উৎপাদন বন্ধ করে তামাক চাষে ঝুঁকে পড়েছেন। তামাক চাষ ও তাদের বিভিন্ন ক্ষতিকর পণ্য তৈরি করতে দেশের শ্রেষ্ঠ তামাক উৎপাদনকারী জেলা কুষ্টিয়ায় এখন নারীদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে যথেচ্ছ। স্বল্পমজুরি দিয়ে বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য তামাক কোম্পানিগুলো এ কাজ করে চলেছে। তামাক পাতার সংস্পর্শে থাকার কারণে তারা হাত ও পায়ের পচন-রোগসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তামাক বাছাই, বাইন্ডিং এবং বিড়ি কারখানার শ্রমিক হিসেবেও কাজ করছে অগণিত নারী ও শিশু। আর এই কাজের ফলে তারা ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বলেও জানান সালমা সুলতানা।

তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগণের কাছে তামাক কোম্পানিগুলোর কৌশল বিষয়ে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান আমার দেশকে বলেন, তামাক কোম্পানির কৌশলগুলো দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরা উচিত। পাশাপাশি তামাক কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম কঠোরহস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারের উচিত একটি পলিসি নেয়া, যে পলিসির আলোকে তামাক কোম্পানির কূটকৌশলগুলো সরকার কঠোরহস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেইসঙ্গে এফসিটিসির (তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি) ৫.৩ ধারায়

উল্লিখিত তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখার নির্দেশনার বিষয়টি মেনে চলা সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করেন তাইফুর রহমান। সরকারি হিসাব মতে, এ বছর বাংলাদেশে ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। তার মধ্যে শুধু কুষ্টিয়া জেলায় তামাক চাষ হয়েছে সাড়ে ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে, যা ২০১১ সালেও ছিল মাত্র সাড়ে ১৪ হাজার হেক্টর। ফসলি জমি তামাক চাষে চলে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় কুষ্টিয়ায় খাদ্য নিরাপত্তাও হুমকির মধ্যে পড়েছে। অর্থনীতিবিদদের হিসাবে তামাক ব্যবহারের ফলে বছরে অর্থনীতির নিট ক্ষতি হচ্ছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মতে, এক হেক্টর জমিতে ৩ দশমিক ৯ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়। তামাক চাষ না হলে ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে ১ লাখ ৯১ হাজার ১০০ মেট্রিক টন চাল পাওয়া যেত। যার বর্তমান বাজারমূল্য ৫১৬ কোটি টাকা। ওই জমিগুলোতে তামাক উৎপাদনের কারণে খাদ্যভাণ্ডারে এই চাল যোগ হচ্ছে না।

> **66** এক হেক্টর জমিতে ৩ দশমিক ৯ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়। তামাক চাষ না হলে ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে ১ লাখ ৯১ হাজার ১০০ মেট্রিক টন চাল পাওয়া যেত। যার বর্তমান বাজারমূল্য ৫১৬ কোটি টাকা। **99**

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কুষ্টিয়া অঞ্চলে তামাক চাষ দেখাদেখি বর্তমানে দেশের অন্তত ২০টি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তামাক চাষ হচ্ছে। সিগারেট ও বিড়ি কোম্পানিগুলো এতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা দিচ্ছে। জেলাগুলো হচ্ছে রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল, পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি ও কক্সবাজার। কুষ্টিয়ার পার্শ্ববর্তী জেলা ঝিনাইদহে ৫ হাজার ও রাজবাড়ীতে ২ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় কমপক্ষে ৮ হাজার হেক্টর জমিতে এবার তামাক চাষ করা হচ্ছে। সিরাজগঞ্জে তাড়াশসহ চলনবিলের আট উপজেলায় ১ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে। রংপুর অঞ্চলের জমির উর্বরাশক্তি কমে যাওয়ায় সেখানে ভালো তামাক উৎপাদন হচ্ছে না। ফলে বহুজাতিক ও দেশের সিগারেট কোম্পানিগুলো এখন কুষ্টিয়া এলাকা বেছে নিয়েছে। বিশেষ করে জেলার দৌলতপুর উপজেলায় আগ্রাসীভাবে তামাক চাষ হচ্ছে। মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, দিনাজপুরের মতো নতুন নতুন এলাকা বেছে নেয়া হচ্ছে।

উবিনীগ সূত্রে জানা যায়, লামা, আলীকদম, ইয়াংছা, ফাইতংয়ে সরকারি বাগান রয়েছে। বনবিভাগের বিট ও রেঞ্জ অফিসার কাঠের সওদাগরের মধ্যে একধরনের চুক্তি থাকে। সেই চুক্তিবলে কাঠ ব্যবসায়ী চাষীদের কাছ থেকে মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই জ্বালানি কাঠ বাবদ অগ্রিম টাকা নেয়। তামাকের বীজতলা তৈরির সঙ্গে সঙ্গেই লাকড়ি সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। কোম্পানি প্রয়োজনে লাকড়ি কেনার জন্যও চাষীদের অগ্রিম টাকা দিয়ে থাকে। কাকাড়া এলাকার জ্বালানি কাঠগুলো অতি সহজেই মাতামুহরী নদীর উজান থেকে নেমে আসে। ব্যবসায়ী বনবিভাগ কাঠ কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

প্রথম আলো
৩ জুন ২০১২

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আটকে দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়

তামাক ব্যবহারের কিছু ফল...

শেখ সাবিহা আলম অর্থ মন্ত্রণালয় সংশোধিত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন আটকে দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, অর্থ মন্ত্রণালয় তামাক উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থে আইনটি সংশোধনে বাধা দিচ্ছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ ও সংশোধিত আইনটি পাশাপাশি রাখলে পার্থক্য চোখে পড়ে। ২০০৫-এর আইনে শাস্তি ও জরিমানা পর্যাপ্ত ছিল না। তা ছাড়া সরাসরি কোম্পানিকে জরিমানা করা যেত না। সংশোধিত আইনে দৃষ্টান্তমূলক আর্থিক জরিমানা করাসহ সরাসরি শাস্তির বিধান সংযোজন করা হয়েছে। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) টোব্যাকো ট্যাক্স সেলের প্রধান সমন্বয়ক আবদুর রউফ প্রথম আলোকে বলেছেন, আইন অমান্য করার দায়ে বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে সংশোধনীতে যে শাস্তির প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। জরিমানা কত কমানো হয়েছে, সংশোধিত আইনটির ভবিষ্যৎ কী, জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বিস্তারিত কিছু বলেননি। গত ২৮ মে বিদ্যুৎ ভবনে একটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে প্রথম আলোর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'শিল্পের সমস্যা হবে এমন কোনো পদপেক্ষ এখন নেওয়া যাবে না।' স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, রাজস্ব হারানোর ভয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়। তাঁদের বক্তব্য হলো, তামাক ব্যবহারের ফলে বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়। এ খাত থেকে বছরে আয় হয় দুই হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এ যুক্তিতে এ বছর ৪০ জন সাংসদ তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে এনবিআরকে চিঠি দিয়েছেন।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গত ১৮ ডিসেম্বর ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটি) প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনের কয়েকটি ধারা নিয়ে আপত্তি তুলে অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দেয়। ওই চিঠিতে প্রতিষ্ঠানটি দাবি করে, সিগারেট কোম্পানিগুলো রাজস্বের ১১ ভাগের জোগানদাতা, এর মধ্যে ৭ ভাগ জোগান দেয় বিএটি একা। বিএটির ওই চিঠির ওপর অর্থমন্ত্রী লিখেছেন, 'জরুরি ভিত্তিতে পরীক্ষা করে পেশ করুন। কার উদ্যোগে সংশোধনটি হচ্ছে?' সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ১৯ ডিসেম্বর মন্ত্রিপরিষদ সভাতেও অর্থমন্ত্রী সংশোধনীটির বিরোধিতা করেন। তবে গত বছরের ২৮ জুলাই সংশোধনীতে কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছিল অর্থ মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে, এনবিআর এক দফা তাদের অবস্থান অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় মে মাসের মাঝামাঝি নতুন কিছু পর্যবেক্ষণসহ আইনটি আবার এনবিআরে পাঠিয়েছে। এনবিআর এখনো ওই নথির ওপর কাজ শুরু করেনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হক আইনটি মন্ত্রিসভায় পাস না হওয়ার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে দায়ী করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, বাজেটের পর সংশোধনীটির একটা কিনারা হবে।

†Kb ms‡kvabx, †Kv_vq AvcwË: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়ক আজম-ই-সাদত প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলে (এফসিটিসি) বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে ২০০৩ সালে। এফসিটিসির শর্ত মানতে আগের আইনের সংশোধনী আনা জরুরি ছিল। ২০০৯ সাল থেকে আইনটি সংশোধনের কাজ শুরু হয়। ওই প্রক্রিয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ছিলেন। সংশোধনীতে শাস্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেয়ে কোম্পানিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং জরিমানা বাড়ানো হয়েছে। তামাকজাত পণ্যের প্যাকেট ও কৌটায় ছবিসহ নতুন সতর্কবাণী লেখা, পণ্যের যেকোনো ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা, বিপণন কৌশল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ (তামাকজাত দ্রব্যে লাইট, মাইল্ড, লো-টার, এক্সট্রা, আল্ট্রা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার) করার বিধান রাখা হয়েছে। পরোক্ষ ধূমপানের শিকার থেকে নারী, শিশুসহ সব অধূমপায়ীকে রক্ষার জন্য শত ভাগ ধূমপানমুক্ত এলাকা নিশ্চিত করতে কোনো নির্ধারিত ধূমপান এলাকা না রাখার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া পাবলিক প্লেস ও জনপরিবহনকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা এবং তামাকজাত পণ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য অর্ন্তভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে সংশোধনীতে। সংশোধিত আইনে আইনভঙ্গের জন্য তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের পরিবর্তে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লাখ টাকা জরিমানা এবং ওই পণ্য বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা বারবার একই ধরনের অপরাধ করলে শাস্তি ও জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ হারে বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

সংশোধিত আইনে আরও বলা হয়েছে, তামাকজাতীয় ফসল বা দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ভর্তুকি বা সহযোগিতা দেওয়া যাবে না। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধি ও শুল্কমুক্ত তামাক বিক্রি বন্ধে এফসিটিসি অনুসারে নীতিমালা প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অর্থমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বিএটি বলেছে, এফসিটিসির নীতিমালা অনুযায়ী কর বৃদ্ধি করলে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্তৃত্ব থাকবে না। করনীতিতে রাজস্ব বোর্ডের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা বাংলাদেশে প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে মুক্ত রাখতে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধি এফসিটিসি নীতিমালা অনুযায়ী করার আইন প্রণয়ন করা উচিত হবে না। বিএটি তামাকজাতীয় ফসল বা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ভর্তুকির বিধান না রাখার বিরোধিতা করেছে। চিঠিতে আরও বলেছে, তামাকজাত দ্রব্যের মতো একটি 'আইনসম্মত' দ্রব্যের প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা মুক্ত বাণিজ্যের বিরুদ্ধে অবস্থানের সমতুল্য এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত আইনভঙ্গের জরিমানা এক হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা করা হয়েছে এটি অবাস্তব। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ সংশোধনে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য টোব্যাকো ফ্রি কিডসের এদেশীয় প্রতিনিধি তাইফুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, সরকার তামাক কোম্পানির কথায় শেষ পর্যন্ত একটি দুর্বল তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের জন্ম দিতে যাচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩১ মে ২০১২

তামাক চাষে লাভের চেয়ে চিকিৎসা খরচ বেশি

মিজান চৌধুরী কুষ্টিয়া দৌলতপুর কামালপুর গ্রামের শাহ আলম পাঁচ বিঘা জমিতে তামাক চাষে ব্যয় করেন ৪০ হাজার টাকা। জমি লিজ, কামলার মজুরি, জ্বালানিসহ মোট খরচ দাঁড়ায় প্রায় লাখ টাকা। শাহ আলমের যৌথ পরিবারের ১৫ সদস্য ও ১৫ জন দিনমজুর ওই জমিতে কামলা দিয়েছে। গত ৫ মে সাতবাড়ি পাঁচপুকুর এলাকায় আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানির বিক্রয় কেন্দ্রে পাতা বিক্রি করে তিনি পেয়েছেন প্রায় এক লাখ টাকা।

বিক্রয় কেন্দ্রের পাশেই চায়ের দোকানে বসে আলাপকালে এই প্রতিবেদককে শাহ আলম বলেন, মুনাফা হয়নি বরং পরিবারের সদস্যের পরিশ্রম বৃথা ও চিকিৎসা ব্যয় মিলে লোকসান হয়েছে। চাষের সময় পরিবারের কয়েক সদস্য অসুস্থ হয়। তাদের চিকিৎসা করতে প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ হয়। আক্ষেপ করে বলেন, লোকসান হিসেবে চিকিৎসা খরচ গেল নিজ পকেট থেকে।

কিভাবে অসুস্থ হচ্ছে তা দেখতে ওই বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে বাড়িতে নিয়ে শাহ আলম এই প্রতিবেদককে তামাক পোড়ানোর চুল্লি দেখিয়ে বলেন, উত্তপ্ত অবস্থায় পাশে বসে পাতা পোড়ানো ও জাগ দিতে হয়। ওই সময় পরিবারের লোকজন কমবেশি সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে প্রসাবে ও চোখে জ্বালাপোড়া, ডায়রিয়া, গ্যাস্ট্রিক, জন্ডিস, জ্বর ও শ্বাসকষ্টের মতো বিভিন্ন অসুখ দেখা দেয়।

তামাক চাষী ও বিড়ি শ্রমিকের আয়ের তুলনায় চিকিৎসা খরচ বেশি। এ বিষয়ে গত দুই মাস দেশের উত্তরাঞ্চলের কুষ্টিয়া, রংপুর এবং পূর্বাঞ্চলের কক্সবাজারের চকরিয়া ও বান্দরবানের লামার তামাক এলাকার ওপর অনুসন্ধান করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় কুষ্টিয়ার মিরপুর চুলিয়াপাড়া, দৌলতপুর আন্দাল বাড়ি, রিফায়েতপুর হাসানগর, আল্লারদরগা, রংপুর হারাগাছ কাউনিয়া, মিরসরাই, মুন্সিপাড়া ও হারাগাছের ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, একাধিক বিড়ির ফ্যাক্টরি। কথা হয় তামাক চাষী, বিড়ি শ্রমিক, তামাক সংক্রান্ত রোগী, সংশ্লিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সঙ্গে।

তামাকে লাভের তুলনায় অসুস্থতাজনিত চিকিৎসার খরচ বেশি জাতীয়ভাবে গবেষণায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাতের গবেষণায় বলা হয়, তামাকজনিত ২৫ শতাংশ রোগীর চিকিৎসা ব্যয় হচ্ছে ৫ হাজার ১শ' কোটি টাকা। অসুস্থতার কারণে উৎপাদনজনিত ক্ষতি ৫ হাজার ৯শ' কোটি টাকা। এতে মোট ক্ষতি ১১ হাজার কোটি টাকা হলেও তামাক খাত থেকে রাজস্ব আয় হচ্ছে ৭ হাজার কোটি টাকা। ফলে নিট লোকসান দাঁড়ায় ৪ হাজার কোটি টাকা।

জানা গেছে, ১৯৯৭-২০১০ সাল পর্যন্ত এই ১৩ বছরে ৪০ শতাংশ সিগারেট ও ৮০ শতাংশ বিড়ি ধূমপায়ীর সংখ্যা বেড়েছে। ফলে বেড়েছে তামাক চাষও। উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে, ২০১২ সালে ১৫ জেলায় ৪৫ হাজার ৩৭০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। এক লাখ ১৬ হাজার কৃষক এ চাষে জড়িত।

জানা গেছে, আগস্ট থেকে এপ্রিল পর্যন্ত নয় মাস তামাক চাষের মৌসুম। প্রতি বিঘায় দেড়'শ কেজি রাসায়নিক সার ও আট ধরনের কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে। ফলে বেশি মাত্রায় সারের ব্যবহার ও টানা পরিশ্রম করতে গিয়ে অনেক কৃষক অসুস্থ হচ্ছে।

66 তামাকে লাভের তুলনায় অসুস্থতাজনিত চিকিৎসার খরচ বেশি জাতীয়ভাবে গবেষণায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাতের গবেষণায় বলা হয়, তামাকজনিত ২৫ শতাংশ রোগীর চিকিৎসা ব্যয় হচ্ছে ৫ হাজার ১শ' কোটি টাকা। অসুস্থতার কারণে উৎপাদনজনিত ক্ষতি ৫ হাজার ৯শ' কোটি টাকা। এতে মোট ক্ষতি ১১ হাজার কোটি টাকা হলেও তামাক খাত থেকে রাজস্ব আয় হচ্ছে ৭ হাজার কোটি টাকা। ফলে নিট লোকসান দাঁড়ায় ৪ হাজার কোটি টাকা। ৯৯

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তামাকের বীজ তলা ও জমি তৈরির সময় কোমর, হাঁটু, মাথা ও চোখ ব্যথা, অন্ধকার দেখা, ঘন ঘন প্রস্রাব, অতিরিক্ত ঘাম ঝরা ও গ্যাস্ট্রিক দেখা দেয়। চারা রোপণের সময় কোমর ও হাতের আঙ্গুল ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা, হাত অবশ হওয়া, মুখে অরুচি ও মহিলাদের তলপেটে ব্যথা অনুভূত হয়।

গাছ পরিচর্যার সময় কোমরে ব্যথা, জ্বর ও গা জ্বালাপোড়া, আড়ি তোলার ক্ষেত্রে শরীর ব্যথা, কলমা ও পাতা ভাঙ্গার সময় হাতে ঘা, বমি বমি ভাব, মুখ তিতা হওয়া, মাথার চুল পড়া, শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া, দুর্বলতা, সাদা স্রাব যাওয়া, চোখ জ্বালাপোড়া ও চোখে ঝাপসা দেখা। বিড়ি তৈরির সময় হাঁপানি, জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, চোখ ও কোমর ব্যথাসহ বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কক্সবাজার চকরিয়ার কাকারায় স্থানীয় এক ফার্মেসিতে বসে দেলোয়ার হোসেন বলেন, বৃষ্টির কারণে এ বছর তামাক উৎপাদনে মার খেলেও চিকিৎসা খরচ থেকে রক্ষা পাইনি। চিকিৎসার পেছনে অনেক টাকা চলে গেছে। হাতে নগদ টাকার অভাবে ফার্মেসি থেকে বাকিতে ওষুধ নিয়েছি। পরে পাতা বিক্রি করে ওই টাকা পরিশোধ করি। একই কথা জানালেন কুষ্টিয়ার মিরপুর চেয়ারম্যান রোড চুলিয়াপাড়ার সবুজ মিয়া। পড়ন্ত বিকেলে তাঁর ক্ষেতে হাঁটতে হাঁটতে এই প্রতিবেদককে বলেন, বিকল্প কোন কাজ ও ফসল নেই। বাধ্য হয়ে তামাক চাষ করছি। চাষাবাদের সময় অসুস্থতা মেনে নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে। তামাক চাষে লাভের চেয়ে চিকিৎসা খরচ বেশি এ বিষয়ে গবেষণা করেছে বেসরকারী গবেষণা সংস্থা উবিনীগ। ওই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আখতার জনকণ্ঠকে বলেন, এক বিঘা জমিতে চাষে খরচ হচ্ছে ২৪ হাজার ৫শ' টাকা। তামাক বিক্রি করে গড়ে আয় হচ্ছে ৩২ হাজার ৫শ' টাকা। নিট লাভ ৮ হাজার টাকা হলেও পরিবারের চিকিৎসা খরচ এক মৌসুমে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা গুনতে হয়। ফলে তামাক চাষে উল্টো লোকসান হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ২০০৯-১০ সালে বান্দরবান লামাসহ পাহাড়ী অঞ্চলে ১০টি গ্রামের তামাক চাষী পরিবারের ওপর গবেষণা চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

এদিকে তামাকজাত পণ্য শ্রমিকদের অনেক টাকা ব্যয় হয় চিকিৎসার পেছনে। বর্তমানে ১১৭টি বিড়ি কারখানায় ৬৫ হাজার শ্রমিক কাজ করছে। রংপুর হারাগাছের মুন্সিপাড়া কাজলগুল ফ্যাক্টরিতে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, চারদিকে দেয়ালে ঘেরা, ওপরে উত্তপ্ত টিনের গরম, ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বাতি টিমটিম জ্বলছে, পর্যাপ্ত বাতাস ঢোকার কোন পথ নেই, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মতো এমন পরিবেশে নাকে কাপড় বেঁধে শ্রমিকরা গুল, জর্দা তৈরি করছে। অসহনীয় ওই পরিবেশে বসে শ্রমিক আসাদ মিয়া বলেন, এখানে কাজ করার ফলে শ্বাসকষ্ট বেশি হয়। শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। মাঝে মধ্যে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। এতে চিকিৎসার পেছনে অনেক টাকা ব্যয় হয়।

তামাকজনিত অসুস্থতার বিষয়টি জানতে কাজলগুল ফ্যাক্টরি থেকে আট কিলোমিটার দূরে হারাগাছা ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিদর্শন করা হয়। সেখানে কর্তব্যরত ব্রাদার ওসমান গনি জানান, এখানে এ্যাজমা রোগী বেশি আসে। যাদের মধ্যে অধিকাংশ তামাক শ্রমিক। তবে চার থেকে পাঁচজন রোগী আসে আশঙ্কাজনক অবস্থায়। ওই হাসপাতালের বেডে শুয়ে পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ নূর মোহাম্মদ বলেন, ছোটবেলা থেকেই কেটেছে বিড়ির ফ্যাক্টরিতে। শেষ বয়সে হাঁপানি রোগে ভুগছেন। পঞ্চাশ বছরের অপর বৃদ্ধ মতিউর রহমান তিন মাস ধরে হাসাপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তারও ছোটবেলা থেকে কাটছে বিড়ি তৈরিতে। কাজ করতে গিয়ে পায়ের আঙ্গুলে ইনফেকশন দেখা দিলে শেষ

পর্যন্ত ডাক্তার কেটে ফেলেন। তাদের মতো অনেকেই ওই হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। প্রত্যেকেই তামাকের কাজ করতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থতার শিকার হয়েছে। হাসপাতালের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. খন্দকার এটিএম খুরশেদ জনকণ্ঠকে বলেন, বিড়ি ও সিগারেট কারখানায় কাজের সময় ডাস্ট তৈরি হয়; যা শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করে সর্দি কাশি, বক্ষব্যাধি ও শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। হাসপাতালে এ ধরনের রোগী সংখ্যা বেশি। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত জনকণ্ঠকে বলেন, তামাক উৎপাদন থেকে সেবন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। এতে শরীরে ২২ ধরনের কারসিনুজিন তৈরি হচ্ছে। আর ক্যান্সারের জন্য মানব দেহে একটি কারসিনুজিন তৈরিই যথেষ্ট।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ১৫ বছরের ওপরে ৪ কোটি ১৩ লাখ মানুষ, ১৩ থেকে ১৫ বছরের ৭ শতাংশ তরুণ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করছে। বাংলাদেশে তামাকজনিত রোগ ও মৃত্যুহার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারের ফলে দেশে প্রতিবছর ৩০ বছরের বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫৭ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছেন ও ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করছেন।

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক জনকণ্ঠকে বলেন, তামাকজনিত কারণে এত মৃত্যু, তা নিয়ে হৈচৈ নেই। বর্তমানে তরুণদের মধ্যে হার্ট এ্যাটাক বেড়েছে। এতে সতর্ক হতে হবে। তিনি বলেন, বিড়ি তৈরি করছে ৬৫ হাজার শ্রমিক। বাজেটে বিড়িতে ট্যাক্স বাড়াতে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। বিড়ির ট্যাক্স বাড়লে আয় কমবে না। বরং ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমবে।

এদিকে তামাকের স্বাস্থ্যজনিত ক্ষতি নিয়ে গবেষণাকারী অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত জনকণ্ঠকে বলেন, তামাক পণ্যের ওপর ৭০ শতাংশ ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হলে ৬৫ শতাংশ ক্রেতা কমবে, ৭০ লাখ লোক ধূমপান ছেড়ে দেবে এবং ৬০ লাখ মৃত্যু কমবে। এতে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে ১৫শ' ৮৮ কোটি টাকা। ধূমপান কমলে চাষও কমে যাবে। তিনি সরকারকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করেন।

ATN BANGLA
অবিরাম বাংলার মুখ
৩১ মে ২০১২

তামাক চাষের কারণে বদলে যাচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা। পার্বত্যবাসীরা অধিক মুনাফার আশায় ঝুঁকছেন তামাক চাষের দিকে। এতে ঐ এলাকায় আশংকাজনক হারে কমে আসছে খাদ্য উৎপাদন। চলতি মৌসুমে শুধু বান্দরবান জেলার ৩১৯০ হেক্টর জমিতে তামাকচাষ হয়েছে। বান্দরবান প্রতিনিধি মিনারুল হক কে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন নূর সেলিনা শিউলি।

বান্দরবানকে বলা হয় পাহাড়ের রানী। উঁচু-নিচু পাহাড়কে ঘিরে এখানকার মানুষের জীবিকা। কৃষির উপর নির্ভরতা বেশিরভাগ মানুষের। ধান, ডাল, গম, আলুসহ নানা ফসলের চাষ করে ভালই দিন যাচ্ছিল তাদের। কিন্তু এখন বান্দরবান সদরসহ সাতটি উপজেলায় ব্যাপকহারে চাষ হচ্ছে তামাক। প্রথম দিকে সমতল ভূমিতে চাষ হলেও কৃষকরা এখন পাহাড়ের গায়েও চাষ করছে বিষাক্ত তামাক। এতে অন্যান্য অর্থকরী ফসলের চাষ কমে যাচ্ছে আশংকাজনকহারে। চলতি মৌসুমেই বান্দরবানে তামাক উৎপাদন হয়েছে ৮৩১৪ মেট্রিক টন। চাষের উপকরণের সহজলভ্যতা ও বিক্রয়ের নিশ্চয়তার কারণেই তামাকচাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছে এখানকার কৃষকরা। এ প্রসঙ্গে একজন তামাকচাষী জানান, "তামাকচাষ করছি আশ্বিন-কার্তিক মাস থেকে"। কি কি সুবিধা কোম্পানি থেকে পান এমন প্রশ্নের জবাবে একজন চাষী বলেন, "কোম্পানি পলিথিন কাগজ দিছে, সার দিছে, তারপর বীজ দিছে।" আর তামাক বিক্রয়ের নিশ্চয়তা প্রসঙ্গে আরেকজন তামাকচাষী বললেন, "আমাদের চুক্তি আছে কোম্পানির সাথে, এরা তামাক নেবেই, অবশ্যই নিতে হবে।"

প্রথম দিকে সমতল ভূমিতে চাষ হলেও কৃষকরা এখন পাহাড়ের গায়েও চাষ করছে বিষাক্ত তামাক। এতে অন্যান্য অর্থকরী ফসলের চাষ কমে যাচ্ছে আশংকাজনকহারে। চলতি মৌসুমেই বান্দরবানে তামাক উৎপাদন হয়েছে ৮৩১৪ মেট্রিক টন।

তামাকচাষে শুধু খাদ্য উৎপাদনই কমছে না, ফসলি জমি হারাচ্ছে তার উর্ব্বরতা। তবে কৃষকদের তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এ প্রসঙ্গে বান্দরবানের একজন কৃষি কর্মকর্তা জানান, "আমরা কৃষক ভাইদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেছি যাতে তারা তামাকের চাষ কম করে। এটার কুফল তাদেরকে বোঝাচ্ছি, তাদেরকে প্রশিক্ষণও দিচ্ছি এবং জনগণকে সাথে নিয়ে তাদেরকে বোঝাচ্ছি। যার প্রেক্ষিতে তামাকচাষ কমতেছে।" এ প্রসঙ্গে বান্দরবানের জেলা প্রশাসক কে. এম. তারিকুল ইসলাম জানালেন, "তামাকচাষের জন্য যাতে কোন রকম সার দেওয়া না হয় সরকারিভাবে, ভর্তুকি হিসাবে সার যাতে না পায় এই ব্যাপারে ইউএনও সাহেবরা এবং উপজেলা কৃষি অফিসার সাহেবরা সচেতন আছেন।"

তামাকচাষ বন্ধের জন্য কঠোর আইন তৈরির কথা বলছেন কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। পাহাড় ঘেরা সবুজ লীলাভূমি বান্দরবানের মানুষেরা কিছুদিন আগেও পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন তাদের কৃষির উপর, আজ সেই কৃষিতে ঢুকে পড়েছে বিষাক্ত তামাক, এতে একদিকে আবাদি জমি হারাচ্ছে উর্ব্বরতা অপর দিকে দেশে খাদ্য সংকট আরো জটিল আকার ধারণ করছে।

সোনালী সংবাদ
৩১ মে ২০১২

মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরীর জন্ম ১৯৬৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাজশাহী নগরীর পাঠানপাড়ায়। ১৯৮৫ সালে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি। ১৯৯১ সালে 'সোনার দেশ' দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে নিয়মিত সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৯৫ সালে রাজশাহীর বহুল প্রচারিত দৈনিক সোনালী সংবাদ পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে একই পত্রিকায় চিফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সংবাদকর্মী হিসেবে তার আগ্রহের বিষয় ছিল অপরাধ, নারী ও শিশু নির্যাতন ও পাচার প্রতিরোধ, তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য সামাজিক সচেতনতামূলক সংবাদ পরিবেশন।

মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য ২০০৭ সালে ডেওয়াকা ফাউন্ডেশন পুরস্কার, ২০১০ সালে ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এমআরডিআই) থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদনের জন্য ফেলোশিপ এবং ২০১২ সালের ৩০ মে প্রজ্ঞা তামাক নিয়ন্ত্রণ সাংবাদিকতা পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী একজন নাট্যকর্মী ও মানবাধিকার কর্মী ছিলেন। তিনি এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি'র তথ্যানুসন্ধান কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৯৯ সালের ১৩ অক্টোবর রাজশাহী বেতারের নিয়মিত নাট্যশিল্পী হিসেবে তিনি তালিকাভূক্ত হন। তামাকবিরোধী সাংবাদিক জোট আত্মা'র সক্রিয় কর্মী এই কৃতী সাংবাদিক গত ৩১ আগস্ট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস আজ

বিড়ি শ্রমিকের আয়ের চেয়ে চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেশী

gvnvZve †PŠayix এক সময় বিড়ি তৈরির কারখানায় কাজ করতেন বানেশ্বরের আবু তাহের। এখন তার বয়স ৭০। তিনি আক্রান্ত হয়েছেন শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে (এ্যাজমা)। প্রচণ্ড গরমে তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে গত এক সপ্তাহ আগে তাকে ভর্তি করা হয়েছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসায় তিনি কিছুটা সুস্থ হলেও এই প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে তার সমস্যা হচ্ছিলো। তিনি জানালেন বিড়ি কারখানায় কাজ করে প্রতিদিন তার আয় হতো গড়ে ৯০ থেকে ১শ টাকারও কম। কিন্তু এখন শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রতিদিন তার ব্যয় হচ্ছে ৪শ থেকে ৫শ টাকা। শ্বাসকষ্টের কারণে একাধিকবার ভর্তি হতে হয়েছে তাকে হাসপাতালে। যতবার ভর্তি হয়েছেন ততো বার তার প্রথম ধাক্কায় চিকিৎসায় ব্যয় হয়েছে এক থেকে ২ হাজার টাকা। শুধু তাই নয় তাকে নিয়মিত ওষুধ এবং ইনহেলার কিনতে হয়। এই চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে। এই হচ্ছে এখন বিড়ি শ্রমিকের অবস্থা। আজকে প্রচার চালানো হচ্ছে বিড়ি শিল্পে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান নিয়ে আর বিড়ি যে দরিদ্র মানুষ পান করেন সেটি নিয়ে। কিন্তু সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে চিত্রটা পুরোটা ভিন্ন। এক দিকে বিড়ি কারখানায় যেমন হচ্ছে শ্রম শোষণ তেমন নিয়োজিত শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন নানান স্বাস্থ্য সমস্যায়। আর এতে চিকিৎসা করাতে তাদের যে ব্যয় হচ্ছে তা বিড়ি কারখানা থেকে তাদের আয়ের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। অপর দিকে মূল মুনাফাটি চলে যাচ্ছে বিড়ি কারখানার মালিকদের পকেটে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশের বিড়ি: মিথ ও বাস্তবতা" শীর্ষক এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই বিড়িখাত। বিড়ির সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যগত ক্ষতির দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে বিড়ি সেবনকারীদের স্বাস্থ্য ক্ষতি এবং বিড়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ক্ষতি। গ্লোবাল এ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০০৯ এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিড়ি সিগারেটসহ তামাক জনিত বিভিন্ন রোগে ভুগে বছরে ৫৭ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেন আমাদের দেশে। আর ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেন। গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিড়ি খাতে নিয়োজিত শ্রমিকরা বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন। বিড়ির কারখানাগুলোর ভেতরের পরিবেশ থাকে তামাকের ধুলায় আচ্ছাদিত। পুরো কারখানা জুড়ে উড়তে থাকে তামাকের বিষাক্ত গুড়ো। এই ধুলা ও গুড়া প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন বিড়ি কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকরা। কাজের সময় তারা মুখোশ ব্যবহার করেন না। এই সকল শ্রমিকদের মধ্যে কাশি, যক্ষ্মা, বুকে ব্যথা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘুরতে থাকা, বমি বমি ভাবসহ বিভিন্ন ওসুখ-বিসুখের প্রকোপ দেখা দেয়। সবচেয়ে ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে বিড়ি কারখানাগুলোতে বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশু কর্মরত থাকে। শুধু তাই নয় কাজের সময় মায়ের সাথে অবস্থান করে কোলের শিশুরা। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা: আজিজুল হক আজাদ জানান, এই সকল বিড়ি শ্রমিকরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকেন। তারা আক্রান্ত হন শ্বাসকষ্ট জনিত বিভিন্ন অসুখে। বিড়ি, সিগারেট, ধূমপান এবং বিড়ির কারখানায় কাজ করে তামাকের যে দূষিত গুড়ো বা ধোঁয়া শ্রমিকরা নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেন সেটা থেকে তারা শ্বাসকষ্ট, এ্যাজমাসহ নানান অসুখে আক্রান্ত হন। অনেকের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

বিড়ি কারখানার শ্রমিকরা অন্য কোন ভারী কাজে নিয়োজিত হতে পারেন না। গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৩১টি জেলায় মোট ১১৭টি বিড়ি কারখানা আছে। এসব কারখানা থেকে প্রায় ৮৪টি বিভিন্ন নামের বিড়ি উৎপাদিত হয় এবং তা বাজারে ছাড়া হয়। কারখানাগুলো থেকে প্রতিমাসে ৪০৫ কোটি বিড়ি উৎপাদিত হয়। তালিকাভুক্ত বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা দেশে ৬৫ হাজার। যা দেশের মোট শ্রম শক্তির শূন্য দশমিক এক ভাগ। এর মধ্যে খুব কম সংখ্যক শ্রমিকই সারা বছর কর্মরত থাকতে পারেন। একজন বিড়ি শ্রমিকের পারিশ্রমিক খুবই নগন্য। একজন শ্রমিক কত পারিশ্রমিক পাবেন তা নির্ভর করে তিনি কত শলাকা তৈরি করেছেন তার উপর। প্রতি হাজার শলাকার জন্য একজন শ্রমিক পান এলাকা ভেদে ২১ থেকে ৩০ টাকা। এখান থেকে আবার তাদের সহায়তাকারীদেরকে টাকা দিতে হয়। এটা বাদ দিয়ে পারিশ্রমিক দাঁড়ায় ১৪ থেকে ২৩ টাকা। এভাবে সবচেয়ে দক্ষ একজন শ্রমিক দিনে আয় করতে পারেন ১৪০ টাকা থেকে ২শ টাকা পর্যন্ত। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একজন বিড়ি শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরী দাঁড়ায় ১শ টাকার নীচে। এই সামান্য আয়ে সংসার চালানোই সম্ভব নয়। আর সেখানে অসুখ হলে ওই আয় দিয়ে চিকিৎসা করানো কোনভাবেই সম্ভব নয়। আজ ৩১ মে পালিত হবে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন বিড়িসহ সকল তামাক পণ্যের উপর কর বৃদ্ধি এবং জাতীয় সংসদে সংশোধিত আইন পাশ করার দাবিতে র‍্যালি, মানববন্ধন, আলোচনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করবে।

INDEPENDENT
৩১ মে ২০১২

দেশি-বিদেশি তামাক কোম্পানির পৃষ্টপোষকতায় বান্দরবানের ৭৫ ভাগ ফসলি জমি এখন বিষাক্ত তামাকের দখলে। আইনের তোয়াক্কা না করেই এখানে প্রকাশ্যে চলছে তামাক কোম্পানি ও পণ্যের বিজ্ঞাপন-প্রচারণা। মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছে এখানকার তামাকচাষীরাও। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন কৃষকদের আকৃষ্ট করতে প্রভাবশালী তামাক কোম্পানির নিত্য-নতুন বাণিজ্য ফাঁদের সাথে পেরে উঠতে পারছেনা সরকার। RvbvZ¡ †di‡`Šmx0i বিশেষ রিপোর্ট।

পাহাড়ী নদী, আদিবাসীদের দীর্ঘ পায়ে হাঁটা পথ, সবুজে ঘেরা উঁচু পাহাড়, সব মিলিয়েই স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের বান্দরবান। নির্মল এই সৌন্দর্যের সাথে একেবারেই যেন বেমানান পাহাড়ী সমতলের এই তামাকক্ষেত। বান্দরবানের আলীকদম আর লামা ছাড়িয়ে এখন কালাঘাটা, জামছড়িমুখ পাড়ার মত এলাকাতেও চলছে তামাক চাষ। তামাক পাতার দখলে এখন আদিবাসীদের বাড়ির উঠান কিংবা ঘর। কোথাও কোথাও আছে তামাক চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য কোম্পানিগুলোর গড়ে দেয়া আইপিএম (ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট) ক্লাব। তামাক প্রক্রিয়াজাত করতে অন্য এলাকা থেকে আনা হয়েছে অভিজ্ঞ চাষী। আবুল খায়ের লিফ টোব্যাকো কোম্পানির জোন ইনচার্জ দেলোয়ার হোসেন জানালেন, "এ অঞ্চলের অধিকাংশ তামাকই চাষ করে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো ও ঢাকা টোব্যাকো কোম্পানি। আমরা এসেছি মাত্র তিন বছর। আমাদের যে চাষীরা তামাক চাষ করে তাদেরকে সার, কিটনাশক দিয়ে কিছু সহযোগীতা করি।"

লামা ও চকরিয়ার স্থানীয় হিসাব বলছে, নগদ লাভের আশায় এখানকার আশিভাগ কৃষক এখন তামাকচাষী। তামাক পোড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে এখানকার বনের গাছ। এর সত্যতা স্বীকার করে চকোরিয়ার বমু বিলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন বলেন, ৮০ পারসেন্ট বন ধ্বংস হওয়ার কারণ হলো তামাক অর্থাৎ তামাকের জ্বালানী কাঠ। অন্যদিকে, তামাক চাষ জনপ্রিয় হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অত্র এলাকার মোজ্জাফর আহমেদ বলেন, "সবজি চাষের মধ্যে ধরেন বাজার ব্যবস্থার ঠিক নেই, বীজ রাখার একেবারেই কোন ব্যবস্থা নেই।"

চুল্লীর বদ্ধ আগুন এবং তীব্র উৎকট গন্ধে তামাক পাতা পোড়াতে গিয়ে হতদরিদ্র এসব কৃষকরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে হর-হামেশাই। বেসরকারি গবেষণা বলছে, গত ১০ বছরে এই এলাকার আবাদি জমির প্রায় ৭৫ ভাগ চলে গেছে বিষাক্ত তামাকের দখলে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এই এলাকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিবেশে। উর্বরতা নষ্ট করছে এখানকার জমির। ১০০০ একরের বেশি জমিতে তামাক চাষ করা যাবে না জানিয়ে, দুই বছর আগে বান্দরবান জেলা ও দায়রা জজ আদালত আদেশ দিলেও তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপে ঐ বছরেই তা স্থগিত করে হাইকোর্ট। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির আইনজীবী ইকবাল কবির জানালেন, "বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়, হাইকোর্ট জানায়, যে আদেশটা জেলা জজ আদালত দিয়েছিলেন সেই আদেশটা বৈধভাবে দেই নাই বা উনি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে সেই ক্ষমতাটা প্রয়োগ করেছেন। এই মামলাটি এখন হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে। আমরা চেষ্টা করছি মামলাটির চূড়ান্ত শুনানির জন্য।"

বান্দরবানের শহরতলী দোকানগুলিতে প্রকাশ্যে চলছে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা। শুধু লামাতেই এখন পাহাড়ী পথের বাঁকে বাঁকে আছে ২০টিরও বেশি বিলবোর্ড। যদিও বিষয়টি সরকার জানে না বলে দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: আ ফ ম রুহুল হক বলেন, "কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে অলটারনেটিভ ফসল দিয়ে কিছু কিছু লোককে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেহেতু, দে আর দা পাওয়ারফুল ইন্ডাস্ট্রি এন্ড উইথ লট অফ মানি, তারা তো ইনোভেটিভ পদ্ধতি ব্যবহার করবে। কিন্তু বিলবোর্ড এর বিষয়ে আমি তো জানি সেটা পুরাপুরি নিষেধ। তোমাদের কাছে এমন কিছু যদি থাকে, বললে আমরা ডেফিনেটলি নোটিস করবো।"

DIGANTA

৩১ মে ২০১২

শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্ব জুড়েই তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন ঠেকাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে টোব্যাকো কোম্পানিগুলো। বিভিন্ন দেশের সরকারের নীতি-নির্ধারকদের ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, উরুগুয়ে ও আমেরিকার মত বড় দেশগুলোর সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আদালতে মামলা করেছে তারা। Gg Gg ev`kv‡i রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত।

কবে কার হাত ধরে বাংলাদেশে তামাক চাষ শুরু হয়েছিল সেই ইতিহাস জানা নেই, তবে যতদূর জানা যায় ১৭৬০ সালে রংপুরের হারাগাছে তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসক মি: গ্রুস, ইম্পেরিয়াল টোব্যাকো নামের একটি তামাক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর পর থেকেই বাড়তে থাকে তামাক চাষ ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার। কিন্তু তামাকজনিত রোগের কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশেই এখন মারা যাচ্ছে ৫৭ হাজার মানুষ আর ধূমপানের কারণে প্রতি বছর প্রায় ১২ লাখ মানুষ তামাকজনিত ৮টি রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এমন অবস্থায় দেশের মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা বিবেচনা করে ২০০৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আর্ন্তজাতিক চুক্তি এফসিটিসি-তে প্রথম স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। আর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি প্রণয়ন করা হয় ২০০৫ সালে। সময়ের পরিবর্তনে ঐ আইনেরও বিভিন্ন ধারা সংশোধনের দাবি উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বেসরকারি সংস্থা মানস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা: অরূপ রতন চৌধুরী বলেন, "আইনে এই যে শুধু সিগারেটের কথা বলা হয়েছে, ধোঁয়াবিহীন তামাক যেমন জর্দার কথা বলা হয়নি, এগুলোকে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। আর জরিমানা ৫০ টাকা, এই জরিমানায় কিছু হবেনা এটা বাড়াতে হবে।"

কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলোর জোর লবিং এবং সরকারের সদিচ্ছার অভাবে এখনও ঝুলে আছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী প্রস্তাবগুলো। এ প্রসঙ্গে ডব্লিউএইচও'র টেকনিক্যাল অফিসার ডা: মাহফুজুল হক বলেন, ওনারা (তামাক কোম্পানি বা তাদের লবিস্ট) তামাক কোম্পানিগুলোতে কত ইমপ্লয়মেন্ট আছে তা হাইলাইট করার চেষ্টা করেন, তামাক থেকে কত রেভিনিউ আসছে তা হাইলাইট করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তামাকের ফলে অর্থনীতিতে যে ব্যাপক ক্ষতি হয় অর্থাৎ এনভারন্মেন্টের ক্ষতি হয়, ফুড সিকিউরিটিতে সমস্যা হয় অথবা মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়, তার ফলে অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয় এটাকে ওনারা হাইড করার চেষ্টা করেন।

এটা শুধু বাংলাদেশেই না, অস্ট্রেলিয়াতে ২০১১ সালে সিগারেটের প্যাকেটে প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়ায় অস্ট্রেলিয়া সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ১২টি তামাক কোম্পানি। ২০১০ সালে সিগারেটের প্যাকেটের ৮০ শতাংশ জুড়ে তামাকজনিত রোগের ছবি দেয়ার সিদ্ধান্তের কারণে ফিলিপ মরিস নামের সিগারেট কোম্পানি মামলা করেছে উরুগুয়ের সরকারের বিরুদ্ধে। একইভাবে ২০১১ সালে আমেরিকা সরকারের বিরুদ্ধেও মামলা করেছে ৫টি তামাক কোম্পানি । এমন প্রেক্ষাপটে তামাক নিয়ন্ত্রণে কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি তামাকবিরোধী আন্দোলনকারীদের।

ডেসটিনি
৩০ মে ২০১২

বিড়ি শ্রমিকের মজুরি কম স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেশি

সাজিদা ইসলাম পারুল বদ্ধ গুমোট ঘর। তামাক পাতার গন্ধে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কাজ করছেন ৩৫ থেকে ৫০ জন নারী শ্রমিক। রয়েছে ১০ থেকে ১৫ জন শিশু শ্রমিকও। পাশেই মা কিংবা দাদির পাশে ঘুমিয়ে আছে ৬ থেকে ১০ মাসের ৩ শিশু। পুরুষ শ্রমিক হাতেগোনা মাত্র ৫ জন। এমনই চিত্র চোখে পড়ল বগুড়ার আমেনা বিড়ি কারখানায়। সবাই কাজে ব্যস্ত। যে যত বেশি শলাকা তৈরি করতে পারবে, তার আয় তত হবে। তাই কথা বলার মতো সময়টুকু কারোই নেই। এদের মধ্যে কেউ তামাক গুঁড়ো ভরাতে ব্যস্ত, কেউ বা শলাকা মোড়াতে। এই দুই কাজে নারী, বৃদ্ধ ও শিশু শ্রমিকদেরই দেখা গেছে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ৩৫ বছর বয়সী রইজা খাতুনকে কাশতে দেখা যায়। কেন এই কাজ করছেন, প্রশ্নের জবাবে তিনি দৈনিক ডেসটিনি প্রতিবেদককে বলেন, আমরা কি আর এমনি আসি, পেটের দায়ে আসছি। সঙ্গে বাচ্চা নিয়ে আসার প্রশ্নে তিনি বলেন, 'এ্যাডা না কইরল্যা খামু কি? ছোলপোলাক বাড়িত থুইয়া আইসলে, দেখারতো কেউ নাই। সেই জন্যি লিয়া আসি।' এদিকে বিড়ি শ্রমিক মায়ের জন্য হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন তার ৮ মাসের শিশু সন্তান রুমেলা। মা প্রথম দিকে গুরুত্ব না দিলেও পরে তা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। পরে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে জানতে পারেন মেয়ের হাঁপানি হয়েছে। বগুড়ার চেলোপাড়ার বাসিন্দা রুমেলের মা বলেন, 'ছয় বছর ধরে শরীফ বিড়ি কারখানায় কাজ করিচ্ছি। জন্মের কিছুদিন পর থেকেই রুমেলাকে পাশে রেখে কারখানায় কাজ করতাম। প্রথম প্রথম ওর কাশি হলেও গুরুত্ব দিইনি। প্রায় ৭ মাস আগে অসুস্থ হলে চিকিৎসক জানান হাঁপানি হয়েছে।' তামাকের গন্ধের কারণেই এই রোগ হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

বগুড়ার আমেনা, মাস্টার, কাশেম, আজিজ ও শরীফ বিড়ি কারখানা ঘুরে দেখা যায়, বিড়ি তৈরির কাজে শ্রমিকের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। এদের অধিকাংশই কর্মস্থলে নাকে কোনো কাপড় পেঁচান না। যার জন্য সহজেই তামাকের বিষাক্ত গুঁড়ো নাক দিয়ে প্রবেশ করে। ফলে এই শ্রমিকরা ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয় নানা ধরনের জটিল রোগে। এর মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে: শ্বাসকষ্ট, কাশি, যক্ষ্মা, বুকে ব্যথা, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, কোমরে ব্যথা, অ্যাজমা ও ক্যান্সার।

বগুড়ার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান লাইট হাউস স্বাস্থ্য কমপেক্সে যক্ষ্মা প্রকল্পের প্রধান ডা. সুজাউদ্দৌলা দৈনিক ডেসটিনিকে বলেন, তামাক সেবন ও তামাকজাত পণ্য তৈরিতে যারা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে উভয়েরই একই ধরনের স্বাস্থ্যঘটিত সমস্যা দেখা দেয়। তবে সরাসরি প্রক্রিয়াজাতকরণে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা অল্প সময়ে ভেঙে পড়ে। তামাক গুঁড়ো ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য তাদের নাকে-মুখে ঢুকে শ্বাসকষ্ট, যক্ষ্মা, হৃদরোগ, অ্যাজমাসহ পেটের নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এমনকি বিড়ি শ্রমিকদের চিকিৎসা করার মতো ক্ষমতা না থাকায় অনেকেই বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। তিনি জানান, আমাদের মতো যেসব এনজিও প্রতিষ্ঠান আছে, তারা অন্তত সপ্তাহে একবার বিড়ি শ্রমিকদের চিকিৎসা দিয়ে থাকি। বিড়ি কারখানাগুলো শ্রমিকদের চিকিৎসার খরচও বহন করে না বলে জানান তিনি। কয়েকজন চিকিৎসকের মতে, নানা ধরনের জটিল রোগসহ যেসব বিড়ি শ্রমিক মায়ের গর্ভে ভ্রূণ জন্ম নেয়, তখন থেকে তামাকের কারণে সে ভ্রূণটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি প্রজণন স্বাস্থ্য

তামাক সেবন ও তামাকজাত পণ্য তৈরিতে যারা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে উভয়েরই একই ধরনের স্বাস্থ্যঘটিত সমস্যা দেখা দেয়। তবে সরাসরি প্রক্রিয়াজাতকরণে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা অল্প সময়ে ভেঙে পড়ে। তামাক গুঁড়ো ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য তাদের নাকে-মুখে ঢুকে শ্বাসকষ্ট, যক্ষ্মা, হৃদরোগ, অ্যাজমাসহ পেটের নানা রোগে আক্রান্ত হয়।

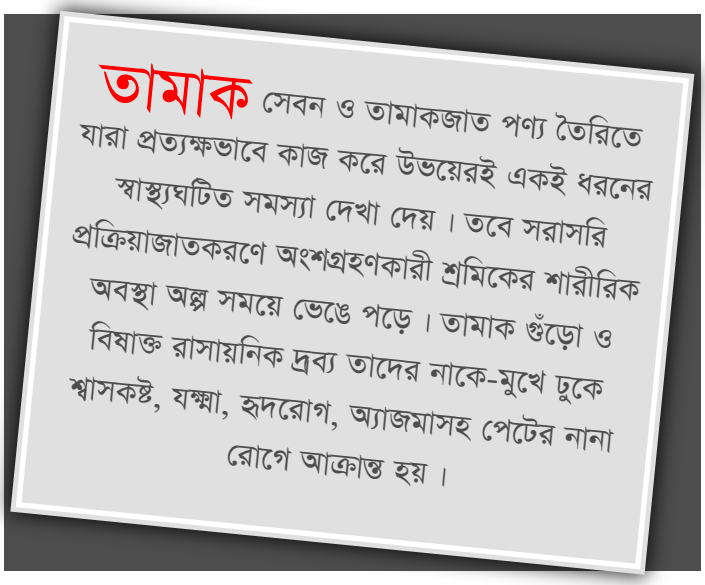

সমস্যাও দেখা দেয় বলে জানান চিকিৎসকরা। এদিকে বিড়ি তৈরির কাজে নিয়োজিত শিশুদের স্বাস্থ্যজনিত ক্ষতির বিষয়টি জানতে চাইলে শাজাহানপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক বলেন, 'ধূমপান করলে স্বাস্থ্যের যে ধরনের ক্ষতি হয়, বিড়ি কারখানার শ্রমিকদেরও একই ধরনের ক্ষতি হয়। তারা ফুসফুসে ক্যান্সার, লিভার, কিডনি, স্ট্রোক, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, কণ্ঠনালী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, হাঁপানিসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। তবে শিশু শ্রমিকদের এসব রোগে বেশি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।' তিনি আরো বলেন, বিড়ি তৈরিতে ম্যানথল ব্যবহার করা হয়। এই ম্যানথল দিয়ে দীর্ঘসময় কাজ করাও ঠিক নয়। এটিও স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ক্ষতি।

weKí Kgms¯vb: হারাগাছ'র আমবাগানে বসবাসরত বিড়ি শ্রমিক আম্বিয়া বলেন, 'মোর চৌদ্দ পুরুষ এই বিড়ি তৈরি করে আসচে। হামাকও করতি হয়। এখানকার একটাই কাম আছে, সেডা হইল বিড়ি বান্ধা। এ ছাড়া অন্য কোনো কাম নাই। তাই

শীতের মৌসুমে মোটামুটি কাজ চললেও বর্ষার মৌসুমে অনেক এলাকার কারখানা সপ্তাহে দুদিনের বেশি চলে না। যখন কারখানা বন্ধ থাকে অর্থাৎ বাজারে বিড়ির চাহিদা কম থাকে তখন ৩ দিনের আয় দিয়ে শ্রমিকদের সপ্তাহে ৭ দিন চলতে হয়। এ সময় জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর বিড়ি কারখানায় কাজ করেও তাদের কোনো আর্থিক উন্নতি হয় না।

মেয়ে-পুরুষ ব্যাবাকতে এই কাম করি।' বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক আমিন উদ্দিন বলেন, হারাগাছ পৌরসভায় ৯৫ হাজার মানুষের মধ্যে ৯৫ ভাগই দরিদ্র। তাই অন্তত তিনবেলা দুমুঠো ভাত খাওয়ার জন্য বাধ্য হয়েই এই বিড়ি শিল্পে কাজ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, বিকল্প কর্মসংস্থান না হলে তো এ পেশা ছাড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারকে ভাবতে হবে। আরেকজন শ্রমিক নেতা বলেন, 'এ অঞ্চলে গ্যাস সংকট রয়েছে। ফলে গার্মেন্টস, জুটমিল নির্মাণ করা হয়তো সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে হস্তশিল্প ও মৃৎশিল্পের প্রসার ঘটালে হয়তো এই বিড়ি শ্রমিকরা ওই কাজ করতে পারবে।'

বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান শেখ মো. আবু হাসনাত শহীদ বলেন, বাংলাদেশের প্রতিরোধযোগ্য রোগব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে তামাক পাতার ব্যবহার। এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে বিড়ি কারখানাগুলো বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র মানবস্বাস্থ্যের কথা ভেবে। তিনি বলেন, 'বিড়ি শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ইতিমধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠান হস্তশিল্প নিয়ে কাজ করে আসছে। এক ব্যাচে ২০ জন করে নারী শ্রমিককে হস্তশিল্প, কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাদের তৈরি পোশাক, চাদর, বেডকভার দেশের বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজসহ বাইরেও রফতানি করা হচ্ছে। এরকম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা এনজিও ও সরকার যদি এ ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিত, তাহলে বিড়ি শ্রমিকরা আর ওই পেশায় আসত না।' বিড়ি শ্রমিকদের ভাষ্যে, অনেকেই বিড়ি কারখানায় বাধ্য হয়ে কাজ করছে। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কাজ করে তারা পাচ্ছেন ৭০ থেকে ৮০ টাকা। তা অন্যান্য কাজের তুলনায় অতি নগণ্য। তাই বিড়ি শ্রমিকরা সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উত্তরবঙ্গে বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে পোল্ট্রি শিল্প, কুটির শিল্প, মাছ চাষ, হস্তশিল্প, গৃহপালিত গবাদিপশু লালন-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

M‡elYvjä Z_¨: যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় পরিচালিত 'বাংলাদেশের বিড়ি: মিথ ও বাস্তবতা' বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ৩১টি জেলায় ১১৭টি বিড়ির কারখানা চালু আছে। এসব কারখানায় প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছেন প্রায় ৬৫ হাজার শ্রমিক। তবে এর বাইরেও প্রত্যক্ষ শ্রমিকের বিপরীতে তিন থেকে চারজন পরোক্ষ শ্রমিক কাজ করছেন। সে হিসাবে মোট বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা তিন লাখের মতো। অর্থাৎ দেশের মোট শ্রমশক্তির মাত্র শূন্য দশমিক এক ভাগ হচ্ছেন বিড়ি শ্রমিক। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নওগাঁ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, কুড়িগ্রাম, রাজশাহী, পাবনা, শেরপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, ফেনী, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর ও কুমিল্লায় এক বা একাধিক বিড়ি কারখানা আছে। তবে সবচেয়ে বেশি রংপুরে কারখানা আছে ১৯টি। এরপর লালমনিরহাটে ১৩টি।

এদিকে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি আগের চেয়ে কিছুটা বাড়লেও যে হারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে সে তুলনায় এই বাড়তি মজুরি খুব একটা কাজে আসে না। আবার সপ্তাহের ৬ দিনই কাজ থাকে না। শীতের মৌসুমে মোটামুটি কাজ চললেও বর্ষার মৌসুমে অনেক এলাকার কারখানা সপ্তাহে দুদিনের বেশি চলে না। যখন কারখানা বন্ধ থাকে অর্থাৎ বাজারে বিড়ির চাহিদা কম থাকে তখন ৩ দিনের আয় দিয়ে শ্রমিকদের সপ্তাহে ৭ দিন চলতে হয়। এ সময় জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর বিড়ি কারখানায় কাজ করেও তাদের কোনো আর্থিক উন্নতি হয় না। ছেলেমেয়ের বিয়ে, নতুন ঘর বানানো ইত্যাদির জন্য তাদের ঋণ নিতে হয়। কারখানার মালিক অসুখ-বিসুখেও কোনো সাহায্য করে না। সারাদেশের প্রায় সব বিড়ি শ্রমিকই ঋণগ্রস্ত বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতি হাজার শলাকার জন্য একজন শ্রমিক পারিশ্রমিক হিসেবে পান ২১ থেকে ৩০ টাকা। এভাবে সবচেয়ে দক্ষ একজন শ্রমিক দিনে আয় করতে পারেন ১৪০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিড়ি শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরি ১০০ টাকার নিচে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী, একজন বিড়ি শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি দেশের সব কর্মসংস্থানের গড় মজুরির চেয়ে অনেক কম। ২০০৯-১০ অর্থবছরে একজন পুরুষ বিড়ি শ্রমিকের গড় আয় ছিল ৯০ টাকা, অন্যদিকে সব কাজের জাতীয় গড় মজুরি ছিল ১৩৩ টাকা। একইভাবে একজন নারী বিড়ি শ্রমিকের গড় মজুরি ছিল ৬৪ টাকা, অন্য কাজের জাতীয় গড় মজুরি ছিল এক্ষেত্রে ৯৬ টাকা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তামাকজাত পণ্যের শ্রমিকদের গড় আয় বাংলাদেশের অন্যান্য কাজের গড় আয়ের তুলনায় সবচেয়ে কম। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের বাংলাদেশ প্রতিনিধি তাইফুর রহমান দৈনিক ডেসটিনিকে জানান, 'বিড়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকির ব্যাপকতার সঙ্গে মজুরির কথা চিন্তা করলে বিড়ি শিল্পকে 'শিল্প' বলা যাবে না। এ বিষয় বিবেচনা করলে, দেশে এ শিল্প বাদ দেয়াই শ্রেয়। এতে শ্রমিকের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমবে। সেই সঙ্গে তারা বিকল্প কর্মসংস্থানে কাজ করারও সুযোগ পাবে।'

bdnews24.com
Bangladesh's First Online Newspaper
২৮ মে ২০১২

বাজেটে তামাকের ওপর কর বাড়ানোর দাবি

> জাতীয় অধ্যাপক আব্দুল মালিক বলেন, সরকার মনে করে তারা তামাক শিল্প থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব অর্জন করে। কিন্তু বাস্তবে তামাকের জন্য দায়ী রোগের চিকিৎসায় সরকারের আরো বেশি খরচ হয়। তিনি বলেন, আমাদের তামাক চাষ বন্ধ করতে হবে। "এমনকি রাজস্ব বাড়ানোর জন্য তামাক রপ্তানির কথা চিন্তা করাটাও অমানবিক।"

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম মুখের ক্যান্সার ধরা পড়ার পরই তামাক পাতা খাওয়ার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারলেন সুফিয়া বেগম। বাংলাদেশের পল্লী এলাকার অনেক নারীর মতোই দীর্ঘদিন ধরে তামাক পাতা চিবানোর অভ্যাস কুমিল্লা থেকে আসা ষাটোর্ধ্ব সুফিয়ার। ক্যান্সারের চিকিৎসায় তার চোয়ালের একটি অংশ তুলে ফেলেছেন চিকিৎসকেরা। ভালভাবে মুখ খুলতে ও জিহ্বা নাড়াতে না পারার কারণে তার কথা বলতে সমস্যা হয়। "এখন খাবার খেতে সমস্যা হয়," অনেক কষ্টে বলেন তিনি।

৬০ বছর বয়সী শেখ নজরুল ইসলামও মুখগহ্বরের ক্যান্সারে আক্রান্ত। দরিদ্র এই চাষী জানান, চল্লিশ বছর ধরে তিনি হাতে তৈরি বিড়ি ও জর্দা খান। তাদেরকে একটি আলোচনা সভায় আনেন ইউএফএটি। জাতীয় সংসদে ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনের সময় নীতিনির্ধারকদেরকে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্ক করতে রোববার এ সভার আয়োজন করা হয়। তামাকের সেবন নিরুৎসাহিত করতে আগামী বাজেটে সব ধরণের তামাক পণ্যের ওপর কর বৃদ্ধি করার দাবি জানায় ইউএফএটি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক জানান, ২০১১ সালে তারা কমপক্ষে ৬ হাজার ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী পেয়েছেন। এদের মধ্যে ৩০ শতাংশ রোগী মুখগহ্বরের ক্যান্সারে আক্রান্ত। এদের ৯০ শতাংশই তামাক সেবনের জন্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে। তামাক উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে ২০তম অবস্থানে থাকা বাংলাদেশে তামাক বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে সিগারেটের ওপর চার স্তরে ৩৬ থেকে ৬০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। এই হার বিড়ির ওপর মাত্র ২০ শতাংশ। আর জর্দা ও গুলের মত ধোঁয়াবিহীন তামাকের ক্ষেত্রে তা ৩০ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদরা বলেন, প্রতি ১০টি সিগারেটের ওপর ৩৪ টাকা এবং ২৫টি বিড়ির এক প্যাকেটের ওপর ৪ টাকা ৯৫ পয়সা কর আরোপ করা হলে সরকার তামাক ও তামাকজাত পণ্য থেকে ২ হাজার ২২০ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে পারবে। এ ছাড়া এর ফলে এক কোটি চার লাখ মানুষ তামাক সেবনের অভ্যাস ত্যাগ করবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রতিদিন ১৫০ জনের বেশি মানুষ তামাকসংশ্লিষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তামাক শিল্প মালিকদের পক্ষ থেকে তামাকের কারখানায় লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির দাবি করা হলেও সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের ১১৭টি বিড়ি কারখানায় মাত্র ৬৫ হাজারের মতো শ্রমিক কাজ করে।

সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী বলেন, "আমরা রাষ্ট্রপতির ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে অবিলম্বে তামাকের ওপর কর বাড়ানো এবং ২০০৫ সালের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর করার দাবি জানিয়েছি।" রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান এই ফোরামের মূল পৃষ্ঠপোষক। জাতীয় অধ্যাপক আব্দুল মালিক বলেন, সরকার মনে করে তারা তামাক শিল্প থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব অর্জন করে। কিন্তু বাস্তবে তামাকের জন্য দায়ী রোগের চিকিৎসায় সরকারের আরো বেশি খরচ হয়। তিনি বলেন, আমাদের তামাক চাষ বন্ধ করতে হবে। "এমনকি রাজস্ব বাড়ানোর জন্য তামাক রপ্তানির কথা চিন্তা করাটাও অমানবিক।"

তামাক নিয়ন্ত্রণে সংশোধিত আইনের খসড়ায় তামাক দ্রব্য হিসেবে জর্দা, সাদা পাতা ও গুলের মত ধোঁয়াবিহীন তামাককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধূমপায়ীদের নিরুৎসাহিত করতে সিগারেটের মোড়কের ৫০ শতাংশ জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী লাগানোর কথা বলা হয়েছে।

The NewNation

MPs demand more taxes on tobacco

bdnews24.com In a distinctive approach, MPs have written to the National Board of Revenue (NBR) and the Finance Ministry with a call to slap higher taxes on tobacco products considering the harm it inflicts on the people.

Anti-tobacco activists handed over at least 31 such letters until Thursday to the NBR Chairman in an apparent effort to counter pressure by the tobacco industry on the government before the national budget. Reports have it that the industry has also managed letters from some MPs like yesteryears suggesting NBR not to increase taxes on tobacco particularly on hand-roll bidis arguing that it employs poor people and generate revenue. But anti-tobacco activists this year have gathered convincing evidence against the argument with several Bangladesh researches showing around 65,000 workers, far below the industry's claim of 'millions of worker's, work in 117-bidi factories, and the real prices of tobacco have, indeed, fallen due to faulty taxation. Economists say if specific tax of Tk 34 per 10 cigarettes, Tk 4.95 per pack of 25 bidis were levied ending existing price slabs, the government would earn Tk 22.2 billion more in revenue from those products even though 10.4 million people will have quit the habit. Thousands of lives would be saved in Bangladesh where more than 150 people are estimated to be dying every day due to tobacco-related illness.

"We could convince MPs this year," Taifur Rahman, Bangladesh Coordinator of Campaign for Tobacco Free Kids told bdnews24.com after emerging out of the NBR office on Thursday when a group of activists handed over 20 demi-official (DO) letters of Ms to NBR chief. bdnews24.com saw the list that includes the Minister for Civil Aviation and Tourism Muhammad Faruk Khan and six MPs from the reserved women seat. Faruk Khan wrote to Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith suggesting specific taxation of tobacco products as demanded by economists.

In the letter citing global experiences, he said taxation played a big role in controlling tobacco uses. Dr Mostafa Jalal Mohiuddin, in his letter, said tobacco industries had been making 'false' claims to keep their businesses unharmed saying 'increasing tobacco prices will shrink employment opportunities'. In reality, he argued, only such industries benefited from tobacco trade causing harms to all including farmers, workers and its users. He argued in the letter that an increase in tobacco prices through taxation will help workers to switch from their 'miserable' jobs in tobacco factories. Taifur said they had written to all MPs with fact sheets and research reports and also spoken in person before convincing them to write letter to NBR. "Interestingly, a couple of those MPs earlier sent letters not to tax bv idis. When we made them understand the fact, they have written for increased taxes." Taifur said tobacco industries managed only 10 letters so far this year from MPs. NBR Chairman Nasiruddin Ahmed at an international conference in March said more than 120 MPs had written to the NBR not to increase tobacco taxes before 2011-2012 budget.

He said collective pressure from politicians and industries stopped them increasing taxes on bidis as several MPs are involved in the tobacco business. Bangladesh ranks 20th among the tobacco-producing nations and the prices of tobacco here are said to be the cheapest in the world.

theindependent

25 May 2012

Battle Over Bidi 'Myths'!

Faisal Mahmud A few months back, a significant journalistic research work was conducted by two reporters- Amin Al Rasheed of ABC radio and Sushanta Sinha of ATN News. They broke the myth of the country's Bidi industry!

The research conducted throughout the country in all Bidi producing regions found that the total number of workers in the whole Bidi industry is no more than 65,000 completely contrary to the popular belief that about 25 lakh workers are actively involved with the industry. Their work is important as there was no consistent data available about the Bidi industry and that gap has always been utilized by the tobacco industry to create myths around the sector. The data came out from the investigation of this duo can be termed as 'reliable' as they had done the whole work with a mixture of field trips and proven scientific methods of data collection. Incidentally, a separate research team from USA recently conducted another study on the country's Bidi industry and found that the number of workers in this sector is less than 85,000.

> "Basing on such 'ghost data' they recently said that if the government fails to remove discrepancy in taxes on Bidi in the upcoming budget, lakh of Bidi labour will become jobless."

Nonetheless, their research work has been completely ignored by some of the country's intellectuals as they still said in different meetings, workshops and TV talk shows that more than 20 lakh workers are actively engaged in this sector. This somehow ruins the noble campaigns of the country's dedicated anti tobacco campaigners as eminent personalities like National Human Rights Commission (NHRC) chief Dr Mizanur Rahman, Dhaka University Professor Dr Mesbah Kamal, Dr Pias Karim of BRAC University, and parliamentarian Hasanul Haq Inu have started to bat for Bidi butts! They have been repeatedly mentioning that more than 25 lakh labors are working in Bidi sector despite it is proven that prior to that research of the two mentioned journalists there was no actual data available to make such comment. Basing on such 'ghost data' they recently said that if the government fails to remove discrepancy in taxes on Bidi in the upcoming budget, lakh of Bidi labour will become jobless. Incidentally they were confronted with the real data by some journalists (including this reporter) while they were making such comments. Unfortunately, they, with all their intellect, refused to acknowledge the truth. Dr Mesbah Kamal said that imposing taxes on Bidi will close down the industry and the market will be flooded with cheap cigarette. "Already 100 of Bidi factories have been closed down due to high taxes and hundreds of thousands of workers including female workers become jobless because of that", he commented.

NHRC chairman, a very well known face in the media even said that the state should protect the interests of poor workers engaged in bidi factories. Drawing the attention of National Board of Revenue (NBR) chairman to the plight of bidi workers, Dr Rahman said NBR chairman's decision to increase taxes on bidi manufacturing should be given up in the interest of millions of poor bidi workers. Another intellectual

> "This is an absurd allegation made against us. Bidi has the lowest possible price and the poor people of rural area can well afford it. We want it to be made costly so that they are forced to leave it. This doesn't mean that we want them to switch to cheap cigarettes. In reality we are also actively working for increasing the taxes on cheap cigarettes too"

(not named in lieu of respect) even go as far as by saying that the anti-tobacco campaigners are working for foreign powers so that a cottage industry like Bidi will be destroyed and the local market get flooded with cheap foreign cigarette. Country's anti tobacco campaigners however have vehemently opposed this view of the intellectuals. An anti tobacco activist who preferred to be unnamed said that a strong pro-tobacco lobbying group are motivating this intellectuals. "Just before the budget session, their active pro-Bidi propaganda raises lot of question", said the activist.

It is to be noted that in last year, just before the budget session more than 50 Members of Parliament (MPs) have come out to oppose the move of raising tax and VAT on tobacco products, especially on bidi. Sources said that in this year, campaign of similar sort has been planned. This year, anti tobacco campaigners have also prepared for a battle. Sources said that they have also bagged the support of a number of lawmakers who will send letters to the NBR for raising taxes on Bidi.

"In fact this is the only way to cut tobacco use-raising taxes. No matter how many awareness campaigns against tobacco you are conducting, those will of no use at the end unless you have raised the taxes", Taifur Rahman, coordinator of the USA based Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) said. "In fact tobacco companies want us-the anti tobacco activists to stick just with the awareness campaigns so that they can control the policy", he added.

Rahman said that, no anti-tobacco activists are working for the cigarette industry. "This is an absurd allegation made against us. Bidi has the lowest possible price and the poor people of rural area can well afford it. We want it to be made costly so that they are forced to leave it. This doesn't mean that we want them to switch to cheap cigarettes. In reality we are also actively working for increasing the taxes on cheap cigarettes too", he said. He said that Pakistan have successfully controlled the consumption of Bidi by raising taxes which significantly reduce their overall consumption of tobacco. "If a politically imbalanced country like them can do it, why not we can", he questioned.

আমার দেশ
২১ মে ২০১২

রোগ-ব্যাধি যেন নিত্যসঙ্গী বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবি জানান শ্রমিকরা:

স্বাস্থ্যঝুঁকিতে বিড়ি কারখানার নারী শ্রমিকরা

এমরানা আহমেদ ভোর ৬টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত টানা ১২ ঘণ্টা কাজ করে ৫ হাজার শলাকা তৈরি করেন চল্লিশোর্ধ মেহেরুন বেগম। কথা বলার ফুরসত নেই তার। সময় নষ্ট হলেই বাড়ি ফিরতে হবে ১০০ টাকারও কম মজুরি নিয়ে। তাহলে নিজে খাবেন কি আর চার ছেলেমেয়ের মুখেই বা কি তুলে দেবেন। ১ হাজার শলাকায় মজুরি পান ২৪ টাকা। ৫ হাজারে ১০০ থেকে ১২০ টাকা। দুপুরের খাবার কপালে জোটে রাতে। এভাবে মাসের পর মাস বছরের পর বছর সংসার এবং বাচ্চাকাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে না খেয়ে খেয়ে এরই মধ্যে গ্যাস্ট্রিক বাঁধিয়ে ফেলেছেন শরীরে। এখন ক্ষুধামন্দা দেখা দিয়েছে তার। তাছাড়া তামাকের গুঁড়া নিশ্বাসের সঙ্গে গিয়ে শ্বাসনালীর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। হারগাছের মতি বিড়ি ফ্যাক্টরির নারী শ্রমিক মেহেরুন বেগমের জীবন চিত্র এটি। সপ্তাহে চারদিন কাজ করেন তিনি। বাকি তিনদিন মানুষের বাড়িতে কাজ করেন বলে আমার দেশ'র সঙ্গে আলাপচারিতায় জানান। আকলিমা বেগম (৩৫), আমেনা বেগম (৪৫) এবং ময়মুননেসা (৫০) আমার দেশকে বলেন, 'কারখানায় গরমে শইলের কাপড় সারাক্ষণ ভিজা থাকে, তামাক পাতার গুঁড়ার বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, সারাক্ষণ সর্দি-কাশি লাইগা থাকে, মাথা ব্যথা করে, তবুও তিনবেলা দু' মুঠো ভাতের জন্য এই কাম করি। যে পরিশ্রম করি, সেই তুলনায় ভালা ভালা খাবার খাইতে পারি না। হাত-পা কাঁপে। মাথা ঘুরায়। তবুও পেটের দায়ে এই কাম করতে হইতাছে আমাগো।' আয়শা আখতার (৩৫) আমার দেশকে বলেন, 'তিন বছর ধইরা বিড়ি কারখানায় কাম করতাছি। এই বয়সেই চোখে অন্ধকার দেখি। চোখের আলো ধীরে ধীরে চইলা যাইতাছে বইলা মনে হইতাছেগো আফা'।

হারগাছে বিড়ি কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে সরেজমিন আলাপচারিতায় জানা যায়, এই এলাকায় বিড়ি ফ্যাক্টরি ছাড়া অন্য কোনো ফ্যাক্টরি নেই। অন্য কোনো ভালো কামও পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে তাদের এই কাজ করতে হচ্ছে। শ্রমিকদের ভাষ্য অনুযায়ী, 'অন্য কাম পাইলে আমরা আমাগো শরীর ধ্বংস করার এই কাম ছাইড়া দিতাম'। অনেক নারী শ্রমিক কারখানা কর্তৃপক্ষের ভয়ে এবং কাজ হারানোর ভয়ে তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে আমার দেশ প্রতিবেদকের কাছে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তাদের ভাষায়, 'কি হইবো আমাগো এসব কথা কইয়া, আমাগো দুঃখ আমাগোই থাকব। কেউ তো আর আমাগো ভালা কামের ব্যবস্থা কইরা দিব না'।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল তামাকখ্যাত রংপুর হারাগাছের আমেনা বেগম, মেহেরুন বেগম, ময়মুননেসার মতো নারী শ্রমিকসহ সব শ্রমিকের জীবনচিত্র এটি। ওই অঞ্চলে শত শত নারী বিড়ি ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে। হারাগাছ এলাকায় বড় বিড়ি ফ্যাক্টরি রয়েছে ৩৫টি। কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে ছোট ছোট বহু ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই অঞ্চলে ছোট-বড় মিলিয়ে বিড়ি ফ্যাক্টরি রয়েছে ৬০ থেকে ৭০টি। গত ১ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত রংপুরের হারাগাছ এলাকার বিড়ি ফ্যাক্টরিগুলোতে অনুসন্ধান করে এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সরেজমিন পরিদর্শনকালে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একজন শ্রমিক পারিশ্রমিক কত পাবেন তা নির্ভর করে তিনি কত শলাকা তৈরি করছেন তার উপর। প্রতি হাজার শলাকার জন্য একজন শ্রমিক পারিশ্রমিক হিসেবে পান ২১ থেকে ৩০ টাকা। এ টাকা থেকে সহায়তাকারী শ্রমিকদের খালি শলাকা তৈরির জন্য টাকা দিতে হয় এবং চূড়ান্তভাবে প্রতি হাজার শলাকার জন্য একজন প্রত্যক্ষ শ্রমিক নিজের কাছে রাখতে পারেন বড়জোর ১৪ টাকা থেকে ২৩ টাকা। এভাবে সবচেয়ে দক্ষ একজন শ্রমিক দিনে আয় করতে পারেন ১৪০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিড়ি শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরি দাঁড়ায় ১০০ টাকার নিচে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অন্যান্য ফ্যাক্টরির তুলনায় বিড়ির কারখানাগুলোতে মজুরি অনেক কম। দেশের ৩১টি জেলায় ১১৭টি বিড়ি কারখানায় প্রায় ৬৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে, যা দেশের মোট শ্রমিকের মাত্র দশমিক ১ শতাংশ। 'বাংলাদেশের বিড়ি ঃ মিথ এবং বাস্তবতা' বিষয়ক এক গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। ডিসেম্বর ২০১১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত ১২৮ জন অনুসন্ধানকারী বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের সব (৬৪টি) জেলায় বিড়ি কারখানা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

হারাগাছ ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার মাসুমা আমার দেশকে বলেন, হারাগাছের মানুষ অতিমাত্রায় দরিদ্র এবং নিরক্ষর হওয়ায় বিড়ি কারখানায় বিষাক্ত পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে রয়েছে তাদের মধ্যে অসচেতনতা। তাদের এই হাসপাতালে নারী শ্রমিকরা মূলত অপুষ্টি এবং শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে বেশি আসেন। প্রতিনিয়ত তামাকের গুঁড়ার বিষাক্ত গ্যাসে সার্বক্ষণিক কাজ করার কারণে শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, স্থায়ী মাথা ব্যথা, সর্দি-কাশি, পেটে ব্যথা এবং গরমের সময় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত বেশি হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন বলে জানান দায়িত্বপ্রাপ্ত এই মেডিকেল অফিসার। স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ এই কাজ থেকে নারী শ্রমিকদের জীবন বাঁচানোর জন্য সরকারের দরিদ্র মানুষের জন্য যে বিকল্প কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলো রয়েছে সেই প্রকল্পগুলো বিড়ি উৎপাদন এলাকাগুলোতে নিয়ে গিয়ে কুটিরশিল্প, মাছ চাষ,

পোল্ট্রি শিল্পের মাধ্যমে মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বিড়ি কারখানার বিষাক্ত তামাক বিষ থেকে রক্ষা করতে পারে বলে মনে করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার মাসুমা।

বিড়ি কারখানা ও শ্রমিক : অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত গবেষণার তথ্যানুসারে, বিড়ি কারখানাগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩১টিতে মোট ১১৭টি উৎপাদনরত বিড়ি কারখানা পাওয়া গেছে। এ কারখানাগুলো ৮৪টি বিভিন্ন নামের (ব্রান্ডের) বিড়ি উৎপাদন করে। মাসে সর্বমোট ৪০৫ কোটি শলাকা বিড়ি উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৪,৮৬২ কোটি শলাকা। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি হিসাব হয় শলাকার সংখ্যার ভিত্তিতে। একজন পূর্ণকালীন শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি ১০০ টাকার কম যা দেশে বিদ্যমান গড় মজুরির অনেক কম। আমেরিকাভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে)এর সহায়তায় সারা দেশের বিড়ি কারখানা ও শ্রমিকদের ওপর এই গবেষণা কাজটি হয়েছে।

যখন কারখানা বন্ধ থাকে, অর্থাৎ বাজারে বিড়ির চাহিদা কম থাকে, তখন তিনদিনের আয় দিয়ে শ্রমিকদের সপ্তাহের সাতদিন চলতে হয়। এ সময় জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর বিড়ি কারখানায় কাজ করেও তাদের কোনো আর্থিক উন্নতি হয় না। ছেলেমেয়ের বিয়ে, নতুন ঘর বানানো ইত্যাদির জন্য তাদের ঋণ নিতে হয়। কারখানার মালিক অসুখবিসু খেও কোনো প্রকার সাহায্য করে না। সারা দেশের প্রায় সব বিড়ি শ্রমিকই ঋণগ্রস্ত বলে প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়েছে। হারাগাছের মতি বিড়ি ফ্যাক্টরিতে কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কি ধরনের ব্যবস্থা নেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ, আমার দেশ'র এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার নূর আলম বলেন, হারাগাছের যত বিড়ি কারখানা আছে সব কারখানা থেকে তাদের কারখানা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। স্যানিটেশন, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলোবাতাস এবং শ্রমিকদের গরমে স্বস্তি দেয়ার জন্য কারখানার দেয়ালে ফ্যান লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে এবং সরেজমিন গিয়ে কথা বলে দেখা গেছে, ম্যানেজার নূর হোসেন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করেছেন। সরেজমিন গিয়ে তার কথার কোনো সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

হারাগাছের যত বিড়ি কারখানা আছে সব কারখানা থেকে তাদের কারখানা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। স্যানিটেশন, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস এবং শ্রমিকদের গরমে স্বস্তি দেয়ার জন্য কারখানার দেয়ালে ফ্যান লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে এবং সরেজমিন গিয়ে কথা বলে দেখা গেছে, ম্যানেজার নূর হোসেন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করেছেন। সরেজমিন গিয়ে তার কথার কোনো সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী (বিবিএস ২০১১) একজন বিড়ি শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি দেশের সব কর্মসংস্থানের গড় মজুরির চেয়ে অনেক কম। ২০০৯-১০ অর্থবছরে একজন পুরুষ বিড়ি শ্রমিকের গড় আয় ছিল ৯০ টাকা, অন্যদিকে সব কাজের জাতীয় গড় মজুরি ছিল ১৩৩ টাকা। একইভাবে, একজন নারী বিড়ি শ্রমিকের গড় মজুরি ছিল ৬৪ টাকা, অন্য কাজের জাতীয় গড় মজুরি ছিল এক্ষেত্রে ৯৬ টাকা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তামাকজাত পণ্যের শ্রমিকদের গড় আয় বাংলাদেশের অন্যান্য কাজের গড় আয়ের তুলনায় সবচেয়ে কম।

রংপুর জেলার সিভিল সার্জন ডা. রেজাউল করিম আমার দেশকে বলেন, তামাকের গুঁড়া বাতাসের সঙ্গে মিশে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে দেহের ভেতর ঢুকে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা শ্বাসতন্ত্রের নানাবিধ অসুখে বেশি ভোগেন। যেমন নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, অ্যাজমা, যক্ষ্মা। তাছাড়াও দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করার কারণে মেরুদণ্ডের নানারকম ব্যথা-বেদনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। নারীরাও সমানভাবে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি গর্ভজনিত জটিলতা দেখা দিতে পারে। গর্ভবতী মহিলাদের নির্ধারিত সময়ের আগে গর্ভের বাচ্চাটি প্রসব হয়ে যেতে পারে। এতে মা ও শিশু দু'জনেরই মৃত্যুঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায় বলেও জানান ডা. রেজাউল করিম।

bdnews24.com
Bangladesh's First Online Newspaper
17 May 2012

Tobacco

prices 'falling, use growing'

Dhaka,(bdnews24.com) In a startling revelation, a report says tobacco prices have been falling steadily since 2003 in Bangladesh due to 'faulty' taxation, encouraging new users.

It says the real prices have, indeed, fallen as the different taxes were levied on different price slabs and were never based on inflation. Increasing real incomes have made the tobacco products affordable, the report notes and suggests specific cigarette tax of Tk 34 per 10 cigarettes, Tk 4.95 per pack of 25 bidis and ending existing price slabs. "It would encourage nearly 7 million cigarette and 3.4 million bidi smokers to quit and keep 10.5 million youths away from taking up the habit," Prof Abul Barkat, the lead author of 'The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Bangladesh' said while revealing the report.

Prof Barkat said, "If the government adopts the policy, it will earn Tk 15 billion more in tax revenue from cigarettes and Tk 7.2 billion from bidis." Thousands of lives would be saved in Bangladesh where more than 150 people are estimated to be dying every day due to tobacco-related illness. He said the most effective way to reduce tobacco use is to raise the price of tobacco through tax increase and ensuring that the tax increases are reflected in prices.

There is an inverse relationship between tobacco product prices and consumption. Falling cigarette and bidi prices lead to increases in smoking while rising prices will reduce smoking. "A 10 percent increase in average cigarette prices in Bangladesh will lead to an over 5 percent reduction in cigarette consumption, while a 10 percent increase in average bidi prices will reduce their consumption by almost 7 percent," Prof Barkat maintained.

Also the Chairman of state-owned Janata Bank, he warned that rising incomes could lead to significantly more smoking in Bangladesh 'unless steps are taken to reverse this trend'. The finds o the Bloomberg Philanthropies-funded study came out on Thursday, weeks before the 2012-13 fiscal budgets which will be presented in Parliament on June 7.

As tobacco industries fight every year to block tobacco tax increase to keep their sales intact, anti-tobacco activists and civil society members this year raised their voice against the move. The government hiked cigarettes prices in different slabs and supplementary duties imposed on cigarettes vary from 36 percent to 60 in four tiers. It is only 20 percent in bidis. The different price tiers, anti-tobacco activists say, rather helped people to switch from costlier to cheaper ones. Prof Barkat said in the last decade, taxes were not adjusted to inflation, and worse, not to income. "That's why consumption soared," he said, adding bidi consumption has outpaced population growth.

"Cigarette use rose by 40 percent between 1997 and 2010, from 50.9 billion to almost 71.4 billion cigarettes in Bangladesh. Between 1997 and 2010, bidi use rose by 80 percent, from 43 billion to over 81 billion bidis." As tobacco industries argue they pay Tk 73 billion in revenues, Prof Barkat said his conservative estimates found the economic costs of tobacco use was Tk 147.70 billion including healthcare and lost productivity costs. "Employment in tobacco cultivation and manufacturing constitutes only 0.5 percent of total labour force."

Fearing a loss of revenue, the Ministry of Finance recently shot down plans for a tougher tobacco control law. Speaking at the report launching, Health Minister AFM Ruhal Haque hoped they would be able to pass the law after budget session, overcoming all 'hurdles'. The minister said the economic aspects of tobacco use would give 'new insights' into the fight against tobacco industries. Bangladesh ranks 20th among the tobacco-producing nations and the prices of tobacco here are said to be the cheapest in the world.

সমকাল
৮ মে ২০১২

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন উদ্যোগে ভাটা

> গত ১৯ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা বৈঠকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া উত্থাপনের জন্য কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮ ডিসেম্বর একটি টোব্যাকো কোম্পানি অর্থমন্ত্রী বরাবর চিঠি দেয়। চিঠিতে দাবি করা হয়, রাজস্ব আয়ের ১১ শতাংশ সিগারেট কোম্পানি থেকে আসে। চিঠিতে সংশোধিত খসড়ার কয়েকটি বিষয় নিয়ে আপত্তি তোলা হয়।

বদরুদ্দোজা সুমন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগ মাঝপথে থমকে গেছে। গত ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উত্থাপনের জন্য কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও খসড়াটি ফেরত পাঠানো হয়। এরপর পাঁচ মাস পার হলেও ফের তা উত্থাপন করা হয়নি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, নীতিগতভাবে আইনটি প্রণয়নে তাদের দ্বিমত নেই। এদিকে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য বলছে, একাধিক মন্ত্রণালয় থেকে আপত্তি রয়েছে। 'অধিকতর যাচাই বাছাইয়ের' অজুহাতে এ আপত্তি শুরু হয়। শীর্ষ সিগারেট কোম্পানিগুলো আইনটি ঠেকিয়ে রাখতে তৎপরতা চালাচ্ছে। এ নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটার দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রায় ১২০ জন সাংসদ বিড়ির ওপর ট্যাক্স না বাড়াতে গত বছরের বাজেটের আগেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) ডিও লেটার দেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মুহম্মদ হুমায়ুন কবির সমকালকে বলেন, তামাকের ওপর ট্যাক্স বৃদ্ধি ও আইন প্রণয়ন দুটি পৃথক বিষয়। একটির সঙ্গে অন্যটির সরাসরি সংশ্লেষ নেই। আইনটি মন্ত্রিসভায় কবে পাঠানো হবে, সেটি সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। তিনি বলেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় উদ্বিগ্ন। এদিকে সূত্র জানিয়েছে, অর্থ, শিল্প ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা বিড়িসিগা রেট কোম্পানির পক্ষে রয়েছেন। প্রতি বছর বাজেট প্রণয়নের সময় হলেই তৎপর হয়ে ওঠেন এসব স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তা। বিড়িসিগা রেটের ওপর উচ্চহারে করারোপ করলে সরকারের আয় কমে যাবে এসব কথা বলা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, আইনটি দ্রুত চূড়ান্তকরণ ও তা কঠোরভাবে প্রয়োগের সময় এসেছে। সংশ্লিষ্ট অন্যদের গড়িমসির কারণে উদ্যোগটি বাধার মুখে রয়েছে। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০০৯ মতে, 'দেশে ৪ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করে। দেশের ৫৮ শতাংশ পুরুষ এবং ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ নারী তামাকপণ্য গ্রহণ করছে।' বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, তামাকসৃষ্ট অসংক্রামক ব্যাধির (ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ) কারণে দেশে প্রতি বছর ৫৭ হাজার মানুষ মারা যান।

জানা গেছে, গত ১৯ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা বৈঠকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া উত্থাপনের জন্য কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮ ডিসেম্বর একটি টোব্যাকো কোম্পানি অর্থমন্ত্রী বরাবর চিঠি দেয়। চিঠিতে দাবি করা হয়, রাজস্ব আয়ের ১১ শতাংশ সিগারেট কোম্পানি থেকে আসে। চিঠিতে সংশোধিত খসড়ার কয়েকটি বিষয় নিয়ে আপত্তি তোলা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, ওই চিঠি পাঠানোর আগে ও পরে নানা উপায়ে চাপ প্রয়োগ করে আইনটি বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি এনবিআর চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত তামাকবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলেন, সাংসদদের আপত্তি ও এসং ক্রান্ত চিঠি বিড়ির ওপর ট্যাক্স বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। কৃষি অধিদফতর সূত্র জানায়, তামাক শুকানোর প্রতিটি চুল্লিতে প্রতি মৌসুমে গড়ে ৫০০ মণ কাঠ পোড়ানো হয়। সে হিসাবে সারাদেশে বছরে প্রায় ৬২ লাখ মণ কাঠ তামাক শুকাতে পোড়ানো হচ্ছে। এটি পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

খসড়া আইনে, পাবলিক প্লেসে ধূমপানের শাস্তি ১০ গুণ বাড়ানো, প্যাকেটে ৫০ শতাংশজুড়ে ছবিসহ সতর্কবাণী, গুল্লজর্দা/সাদাপাতা কে তামাকপণ্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা এবং সব উপায়ে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের প্রস্তাব করা হয়েছে।

খসড়া প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও তামাকবিরোধী সংগঠন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের অ্যাডভোকেসি কর্মকর্তা তাইফুর রহমান সমকালকে বলেন, রাজস্ব বাবদ আদায়কৃত অর্থের তুলনায় তামাকপণ্য ব্যবহারের কুফল অনেক বেশি। প্রকাশ্যে প্রায় সব মন্ত্রণালয় আইনের সংশোধনীতে সম্মতি দিলেও পরোক্ষভাবে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের আপত্তির কথা আমরা শুনছি।

বিড়িশিল্প নিয়ে ভুল প্রচার

বিড়িশিল্পে কর্মসংস্থান নিয়ে দীর্ঘদিন ভুল প্রচারের তথ্য মিলেছে। তামাকবিরোধী কাজে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান সিটিএফকে'র পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 'বাংলাদেশের বিড়ি: মিথ ও বাস্তবতা' শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের ১১৭টি বিড়ি কারখানায় (৮৪টি ব্র্যান্ড) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বোচ্চ তিন লাখ শ্রমিক কাজ করেন। প্রতি বছরই বাজেটের আগে বিড়ির ওপর ট্যাক্স বাড়ালে ২৫ লাখ শ্রমিকের জীবিকা বন্ধ হবে এমন কথা প্রচার করা হয়।

নবিড় দেখা

ডেসটিনি
১ জুন ২০১২

ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনে

স্বাস্থ্যঝুঁকিতে নারী

> ধোঁয়াহীন তামাকের ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং খুব দ্রুত হয়। যেমন: পানের সঙ্গে মহিলারা যখন জর্দা খান, সেই জর্দা সরাসরি মুখের ভেতর যে মেমব্রাইন নামক এক ধরনের কোষ আছে সেই কোষের সঙ্গে মিশে রক্তনালিতে প্রবেশ করে। ফলে হৃদরোগ, মস্তিষ্ক, লিভারের কার্যকরী ক্ষমতা বিনষ্ট করে দেয়।

সাজিদা ইসলাম পারুল 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' একথা প্রচারের ফলে অনেকের জানা হয়ে গেলেও ধোঁয়া না ছেড়েও যে তামাক সেবনের পরিণতি একই রকম মারাত্মক তা অনেকটা অজানা। আর ধূমপানের মতো অধুম্র সেব্য গুল, জর্দা, সাদাপাতা প্রভৃতি আইনের আওতায় আসেনি। অথচ এগুলোর প্রধান শিকার নারী ও গর্ভের অনাগত শিশু।

বগুড়ার এরুলিয়া থানার মালপাড়ার বাসিন্দা জয়নব (৮৫)। দুবছর ধরে মুখ গহ্বরের ক্যান্সারে ভুগছেন। ছোটবেলা থেকে বাবামা শখ ক রে শিশু জয়নবের মুখে পান দিতেন। পরিণত বয়সে সেও শখের বশেই পান খাওয়া শুরু করে। সঙ্গে বাহারি সুগন্ধি জর্দাও থাকত। মাঝে মাঝে গুলও সেবন করতেন তিনি। তিনি বলেন, 'মায় খাইতো, বাপে খাইতো। বিয়ার পরে হামিও সাদা পাতা দিয়া পান খাইছু। মাঝে মাঝে দাঁতে শিরশির করলে গুল দিছু। মজাই নাগতো।' তিনি আরো বলেন, 'কয়েক বছর ধইরা দাঁতের গোড়ায় ব্যথা, লগে গা (ঘা) হইছে। এরপর দেহি পুইজ বের হয়। বাজারের ডাক্তারের কাছ থেইক্যা ওষুধ আইন্না খাইছু। কাজ অয় নাই। পরে ঢাকা আইছি।' জয়নবের মতো গ্রাম বাংলার অসংখ্য নারীপুর ৺ষ বিড়িসিগা রেটের পাশাপাশি জর্দা, গুলসহ অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে তারা নানান জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। চিকিৎসকদের মতে, তামাক সেবন নারীর স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তথ্য মতে, ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন মুখ, খাদ্যনালি ও অগ্নাশয়ের ক্যান্সার, রক্তচাপ ও হৃদকম্পন বৃদ্ধির মতো মারাত্মক রোগের কারণ। এছাড়া নারীদের ক্ষেত্রে সন্তান জন্মদান সংক্রান্ত জটিলতা (যেমন: কম ওজনের সন্তান জন্মদান) হতে পারে।

বারডেম হাসপাতালের ডেন্টাল বিভাগের অধ্যাপক ও মানসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. অরূপ রতন চৌধুরী দৈনিক ডেসটিনিকে বলেন, ধোঁয়াহীন ও ধোঁয়াযুক্ত তামাক ব্যবহারের ক্ষতি একই। তবে ধোঁয়াহীন তামাকের ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং খুব দ্রুত হয়। যেমন: পানের সঙ্গে মহিলারা যখন জর্দা খান, সেই জর্দা সরাসরি মুখের ভেতর যে মেমব্রাইন নামক এক ধরনের কোষ আছে সেই কোষের সঙ্গে মিশে রক্তনালিতে প্রবেশ করে। ফলে হৃদরোগ, মস্তিষ্ক, লিভারের কার্যকরী ক্ষমতা বিনষ্ট করে দেয়। তিনি আরো বলেন, তামাক ব্যবহার ৪ হাজার রোগের সৃষ্টি করে। এর মধ্যে ২৭ রকমের ক্যান্সার রয়েছে, যা এই তামাকের ব্যবহারের জন্য মানবদেহে সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, বারডেমে প্রতিদিন ধোঁয়াহীন তামাক (গুল, জর্দা) সেবনের ফলে সৃষ্ট শতকরা ২০ ভাগ রোগী আসেন এবং শতকরা ৫ ভাগ রোগী আসেন মুখের ক্যান্সারজনিত রোগ নিয়ে। এ অবস্থায় অতি দ্রুত ধোঁয়াহীন তামাকের ওপর সরকারকে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে ধোঁয়াহীন তামাক ব্যবহার নিয়ে কোনো বিধিনিষেধ নেই। এবার অবশ্যই ধোঁয়াহীন তামাকের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে এবং গুল ও জর্দার প্যাকেটের গায়ে সচিত্রক স্বাস্থ্যের ক্ষতিবিষয়ক বাণী থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, জর্দা, সাদাপাতা, গুল ইত্যাদি সেবনে গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ধোঁয়াহীন এসব নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনকারী নারীদের গর্ভপাত ও মৃত সন্তান জন্ম দেওয়ার হার সাধারণ নারীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে কোনো মা ধোঁয়াহীন তামাক গ্রহণ করলে গর্ভস্থ শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশু মারা যেতে পারে অথবা সে কম ওজন নিয়ে বা নির্দিষ্ট সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ হতে পারে। বিশ্বব্যাপী প্রাপ্তবয়স্কদের ধূমপান বিষয়ক জরিপে (গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০০৯) দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৪৫ শতাংশ পুরুষ ও ১ দশমিক ৫ শতাংশ নারী ধূমপান করেন; কিন্তু জর্দা, সাদাপাতা ও গুল ব্যবহারে নারীরা এগিয়ে আছেন। মোট ২৬ শতাংশ পুরুষ ও ২৮ শতাংশ নারী ধোঁয়াহীন তামাক গ্রহণ করে থাকেন।

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অসংক্রামক ব্যাধি বিভাগের প্রধান মোস্তফা জামান বলেন, কয়েক বছর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) একটি অপ্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে মেয়েরা প্রথম ধোঁয়াহীন তামাক গ্রহণ করতে

তামাকের খবর তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

নবিড় দেখা

শুরু করে গর্ভধারণের সময় থেকে। গবেষণায় বলা হয়েছে, দীর্ঘ মেয়াদে ধোঁয়াহীন তামাক গ্রহণের সঙ্গে গর্ভস্থ ও নবজাত শিশুর সম্পর্কবিষয়ক গবেষণাটি চালানো হয় ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী ৩৪০ জোড়া মা ও শিশুর (২৪ ঘণ্টার কম বয়সী) ওপর। এদের মধ্যে ১৭০ জন মা গড়ে প্রায় সাড়ে সাত বছর ধোঁয়াহীন তামাক গ্রহণ করেছেন, অন্যরা কোনো রকম তামাক কখনো গ্রহণ করেননি। এই মায়েরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগে ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এ ছাড়া জর্দা, সাদাপাতা বা গুল ব্যবহার করেন এমন ১৭০ জন নারীর মধ্যে ৫৮ জনের গর্ভপাত ও ৬০ জনের মৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। অপর দলের ১৭০ জনের মধ্যে ১৮ জনের গর্ভপাত ও ৩৫ জনের মৃত শিশু জন্মায়। এ ছাড়া ধোঁয়াহীন তামাকসেবী মায়েদের সময়ের আগে সন্তান জন্ম দেওয়ার হার ২ দশমিক ৯ গুণ এবং স্বল্প ওজনের সন্তান জন্ম দেওয়ার হার ৩ দশমিক ৩ গুণ বেশি। গবেষণায় আরো দেখা যায়, জর্দা, সাদাপাতা ও গুল সেবনকারী মায়ের ৭৫ জনের সময়ের আগেই এবং ১০৫ জনের কম ওজনের শিশু জন্মেছে। ওই গবেষণাটি বলছে, নিকোটিন খেলে রক্তনালি সংকুচিত হয়ে জরায়ুতে রক্ত সরবরাহ কমে যায়। এতে গর্ভস্থ শিশু ধারাবাহিকভাবে কম অক্সিজেন পায়। ফলে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। আর ধোঁয়াহীন তামাকে সিগারেটের তুলনায় নিকোটিন ও ক্যানসার সৃষ্টিতে দায়ী উপাদান বেশি থাকে। এক মাত্রার সিগারেটে নিকোটিনের মাত্রা এক মিলিগ্রাম; কিন্তু এক মাত্রার ধোঁয়াহীন তামাকে নিকোটিনের মাত্রা ৪ দশমিক ৫ মিলিগ্রাম।

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে'র তথ্য মতে, তামাক সেবনের ফলে সারা পৃথিবীতে প্রতি ১০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ তামাক সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর ৫৪ লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। এর মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি তামাক ব্যবহারকারীর মধ্যে ২০ শতাংশ নারী। এর মধ্যে তামাক সেবনে বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে রয়েছে উচ্চ প্রবণতা। বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করেন। অর্থাৎ দেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ কোটির বেশি। নারীদের মধ্যে এ হার ২৯ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ। তবে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার নারীদের মধ্যে অনেক বেশি। এ হার পুরুষদের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হারের চেয়েও বেশি। নারীদের মধ্যে ২৮ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে ২৬ শতাংশ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। উবিনীগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আকতার দৈনিক ডেসটিনিকে বলেন, দেশের ২৮ ভাগ নারী তামাক সেবন করে। তামাক সেবনের কারণে নারীদের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সার, জরায়ু ক্যান্সার বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া তামাক সেবন ও পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভজাত সন্তান মারা যায়, কিংবা বিকলাঙ্গ হয় কিংবা কম ওজনের শিশু জন্মদানের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ অবস্থায় ধোঁয়াবিহীন তামাককেও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বিধিনিষেধসহ কঠোর শাস্তির বিধান করা দরকার।

গুল, জর্দা তৈরিতে নারী ও শিশুদের ওপর প্রভাব: হারাগাছের ৯ বছর বয়সী সালমান। রোগা শরীরে এই ভ্যাপসা গরমেও মাথায় গামছা বেঁধে ছোট্ট কৌটায় গুল ভরার কাজ করছে। তার সঙ্গে কাজ করছে তারই বয়সী সোহেল ও কলিম। যে বয়সে স্কুলে যাওয়ার কথা, সেই বয়সে অভাবের তাড়নায় গুল কারখানায় তারা কাজ করছে। সারা শরীরে গুল লেপটে আছে, এমনকি চোখের পাতায়ও গুলের স্তুপ পড়ে থাকায় ভালোভাবে তাকাতেও পারছিল না এই শিশু শ্রমিকরা। এরা হচ্ছে হারাগাছের কাজল গুল কারখানার শ্রমিক। ঢাকা মেডিকেল কলেজের রেডিওলোজি এ্যান্ড ইমেজিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দীন ফারুক দৈনিক ডেসটিনিকে বলেন, 'ধোঁয়াহীন তামাকের ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এর ফলে জিহ্বা, মুখের ভেতরের অংশ, মাড়ি, স্বরযন্ত্র, টনসিল, ফুসফুস, খাদ্যনালি ও পাকস্থলি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। আর এ ধরনের রোগ নিয়ে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারী নারীদের প্রায় ২০ শতাংশ রোগী প্রতিদিন ঢাকা মেডিকেলে আসছে। পুরুষের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ আরো বেশি।' তিনি আরো বলেন, সেবনের পাশাপাশি যারা প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে জড়িত। তারাও একই ধরনের সমস্যায় ভোগেন।

বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জর্দা: বাংলাদেশের বাজারে অনেক ব্র্যান্ডের জর্দা বাহারি কৌটায় বিক্রি হচ্ছে। এসব কৌটায় বিএসটিআইয়ের সিল ব্যবহার হচ্ছে এবং মানুষকে জর্দা কেনায় আগ্রহী করতে কৌটার গায়ে রাজকীয় সব ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে। সুগন্ধিও ব্যবহার করা হচ্ছে জর্দার ভিন্নতা প্রকাশ ও জনপ্রিয়তার জন্য। বাংলাদেশের জর্দা ও গুল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে: ভরসা, খালেদ গুল, তারিক গুল, তৌহিদ গুল, সাকিব গুল, ঈগল গুল, হাকিমপুরী, ইজমা সুভা, হাশেম, দুলাল, বাবা জর্দা প্রভৃতি। এসব জর্দা বা গুল তৈরির কারখানাগুলো স্বল্প জায়গা, স্বল্প নারী ও শিশু শ্রমিক দ্বারা সহজেই বাজারজাত করছে মানুষ ধ্বংসকারী পণ্য।

তামাকবিরোধী সংগঠন 'ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ' এর আমিনুল ইসলাম সুজন বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনে ধোঁয়াহীন তামাক উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে কোনো শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। ফলে কখনোই জর্দা, সাদাপাতা ও গুলের প্রসার বন্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্টদের মতে, নারীদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাদাপাতা, জর্দা ও গুলকে আইনে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। নারী ও শিশুদের ধূমপানের ক্ষতি থেকে রক্ষা এবং চর্বনযোগ্য তামাক ব্যবহার হ্রাসে আইন সংশোধন এবং চর্বনযোগ্য তামাকসহ সব রকম তামাকের ওপর ব্যাপকহারে কর বৃদ্ধি করা দরকার। 'ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস'এর বাংলা দেশ প্রতিনিধি তাইফুর রহমান দৈনিক ডেসটিনিকে জানান, ধোঁয়াযুক্ত তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সবাই জানে। তবে ধোঁয়াহীন তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে এখনো অবগত নন এমন মানুষের সংখ্যা বেশি। এ ছাড়া এই ধোঁয়বিহীন তামাক সেবনে নারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অথচ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে ধোঁয়াবিহীন তামাক নিয়ে কোনো বিধিনিষেধ নেই। এ অবস্থায় ধোঁয়াবিহীন তামাক বন্ধে এবং নারী ও অনাগত শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় জর্দা, গুল ও সাদাপাতাসহ অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সরকারকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে এ বিষয়ে ক্ষতিকর প্রভাব, তামাকপণ্যের প্যাকেটে সচিত্র সতর্কবাণী এবং তামাকপণ্যের ওপর বেশি করে করারোপ করার আহ্বান জানান তিনি।

তামাকের খবর একটি তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

প্রজ্ঞা

প্রগতির জন্য জ্ঞান এই দর্শনকে সামনে রেখেই প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু। জ্ঞানের সাথে অভিজ্ঞতার যে সম্পূরণ, আমাদের কাছে তা-ই 'প্রজ্ঞা'। একটি অলাভজনক এডভোকেসি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিজ্ঞতায় নবীন হলেও একদল তরুণ কর্মীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর অফুরন্ত কর্মস্পৃহা প্রজ্ঞাকে সমৃদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। এডভোকেসি, গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির নানা প্রশিক্ষণ প্রজ্ঞার কর্ম পরিধির প্রধান জায়গা। প্রজ্ঞা বিশ্বাস করে নিবিড় গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে, নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে এডভোকেসি কর্মকান্ডের বিকল্প নেই। তবে সেই এডভোকেসি কার্যক্রম হতে হবে বাস্তবধর্মী, যুগোপযোগী এবং সর্বোপরি ইনোভেটিভ অর্থাৎ উদ্ভাবনীমূলক। প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে বরাবরই প্রাধান্য দিয়েছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে। আমাদের বিশ্বাস গণমাধ্যম হতে পারে জনস্বার্থের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। প্রজ্ঞার এমনি এক উদ্যোগ 'তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম'। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সকল নাগরিককে তামাকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নীতিনির্ধারক মহলের এবিষয়ে আরও মনযোগ আকর্ষণে গণমাধ্যমের ভূমিকা জোরালো করতেই প্রজ্ঞা'র এই প্রয়াস। ২০১০ সালের শুরুতে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিটিউট (পিআইবি) যৌথভাবে বাংলাদেশে গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু করে। কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ডে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে একটি মিডিয়া নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়। Anti Tobacco Media Alliance (ATMA)-আত্মা নামে শুরু হয় তিন শতাধিক সদস্য বিশিষ্ট এই নেটওয়ার্কের পথচলা। 'মিডিয়া ফর টোব্যাকো কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরাই মূলত: এই নেটওয়ার্কের সদস্য। এছাড়াও সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত এবং এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এমন যে কোন ব্যাক্তি এই নেটওয়ার্কের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করাই আত্মা'র প্রধান লক্ষ্য। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এই নেটওয়ার্কের সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে।

Bloomberg Global Initiative
To Reduce Tobacco Use

CAMPAIGN for TOBACCO-FREE Kids

সংখ্যা ০৫ । বর্ষ ০২ । অক্টোবর ২০১২

সম্পাদনা পর্ষদ
মর্তুজা হায়দার লিটন, শুচি সৈয়দ, রুহুল আমিন রুশদ, সৈকত হাবিব, মোহাম্মদ নাদিম, দৌলত আক্তার মালা
আমীন আল রশীদ, তাইফুর রহমান, এবিএম জুবায়ের

অলংকরণ
রাজিব রায়

প্রকাশক
প্রজ্ঞা
ফ্ল্যাট ৪-বি, বাড়ি ১১, সড়ক ০৩, ব্লক এ, মিরপুর ১১, ঢাকা ১২১৬
ফোন: ৯০০৫৫৫৩, ফ্যাক্স: ৮০৬০৭৫১
ইমেইল: progga.bd@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.progga.org